Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Magh 12, 1430 Bangla, January 26, 2024, Friday, No. 26, 54th year

H I G H L I G H T S

PM Sheikh Hasina says, China is BD's one of the most vital development and strategic partners - hopes during new govt's term, it will provide more support than the past to continue progress. (R. Today: 15,16)

Foreign Minister Dr. Hasan Mahmud says, there will be no impact on domestic and foreign investment due to Nobel laureate Mohammad Yunus - adds, the case has been filed against him for not paying accurate dues of organization and this issue is not related with govt. (R. Today: 16)

Law Minister Anisul Haque says, if policy-makers want, initiatives will be taken to clarify the matter of 648 MPs in the country about which discussion is going on. (VOA: 11, R. Today: 16)

State Minister for Information and Broadcasting Mohammad Ali Arafat urges everyone to work together to ensure rumors and misinformation free media. (R. Tehran: 13, Jago FM: 18)

State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu says, govt. will give a list of daily essential products to Indian govt. so that onions, sugar, ginger, garlic etc. can be imported in an emergency. (Jago FM: 18)

BNP leader Ruhul Kabir Rizvi alleges that govt. is trying to forget existence of ethnicity by new education curriculum - adds, govt. is destroying country's education system in a planned way. (R. Today: 16, Jago FM: 18)

668 leaders of JP Dhaka North City Unit have resigned showing distrust in leadership of its Chairman GM Quader and GS Mujibul Haque Chunnu and protesting decision to release some central leaders.(BBC: 7)

A group of UN experts call on BD govt. to take initiative in adopting major reform proposals with priority on HR protection - urges to move away from existing repressive situation and return to path of participatory politics and dialogue. (R. Today: 16)

Analysts say about political parties known as 'Kings' Party' which were active before election that it is normal for these parties to 'die' after poll as they emerzed on govt.'s orders to make election fair. (BBC: 5)

BD Labor Party Chairman Dr. Mostafizur Rahman says, govt.'s role in stopping indiscriminate killing of Bangladeshi citizens at border is mysterious - adds, govt. is not even able to protest due to pamper India and bow down foreign policy. (Jago FM: 19)

Govt is arranging money through issuing a special bond to pay its dues to private power plants - because of govt dues, private power plants were becaming loan defaulter. (VOA: 12)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ১২, ১৪৩০ বাংলা, জানুয়ারি ২৬, ২০২৪, শুক্রবার, নং- ২৬, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ও কৌশলগত অংশীদার চীন। নতুন সরকারের মেয়াদে চীন বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে অতীতের চেয়ে বেশি সহায়তা করবে বলে আশা প্রকাশ। (রে. টুডে: ১৫,১৬)

নোবেল জয়ী মোহম্মদ ইউনুস এর কারণে দেশে-বিদেশি বিনিয়োগে কোন প্রভাব পড়বে না বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ - বলেন, প্রতিষ্ঠানের সঠিক পাওনা না দেয়ায় তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। সরকারের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। (রে. টুডে: ১৬)

দেশে ৬৪৮ জন সংসদ সদস্য রয়েছে বলে যে আলোচনা চলছে নীতি-নির্ধারকরা চাইলে সংবিধানের সেই বিষয়ে স্পষ্ট করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। (ভোয়া: ১১, জাগো এফ এম: ১৬)

গুজব ও অপতথ্যমুক্ত গণমাধ্যম নিশ্চিতে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত - বলেন, সরকার অথবা মন্ত্রণালয়ের কোন কাজে যদি বিচ্যুতি বা ব্যর্থতা থাকে, তবে তা অবশ্যই সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সমালোচনা করতে হবে। (রে. তেহরান: ১৩, জাগো এফ এম: ১৮)

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, ভারত সরকারের কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের একটি তালিকা দেবে সরকার। যাতে করে জরুরি মুহূর্তে পেঁয়াজ, চিনি, আদা, রসুন ইত্যাদি আমদানি করা যায়। (জাগো এফ এম:১৮)

সরকার নতুন শিক্ষা কারিকুলাম দিয়ে জাতিগত অস্তিত্ব ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভী - সরকার পরিকল্পিতভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।
(রে. টুডে: ১৬, জাগো এফএম: ১৮)
জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের ও মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুর নেতৃত্বে অনাস্থা জানিয়ে ও কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতাকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দলটির ঢাকা মহানগরের ৬৬৮জন নেতাকর্মী পদত্যাগ। (বিবিসি:৭)

মানবাধিকার সুরক্ষায় অগ্রাধিকার দিয়ে বড় ধরনের সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণে উদ্যোগী হতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের একদল বিশেষজ্ঞ - বলেন, বাংলাদেশে বিদ্যমান দমনমূলক পরিস্থিতি থেকে সরে এসে অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক ও সংলাপের পথে ফিরতে ওই সংস্কার করতে হবে। (রে. টুডে: ১৬)

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সক্রিয় 'কিংস পার্টি' হিসেবে পরিচিত রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে বিশ্লেষকরা বলছেন, নির্বাচনকে সুষ্ঠু দেখানোর জন্য সরকারের নির্দেশে উত্থান হওয়া এসব দলের নির্বাচন পরবর্তী সময়ে 'মৃত্যু' হওয়াটাই স্বাভাবিক। (বিবিসি: ৫)

বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, সীমান্তে নির্বিচারে বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যা বন্ধে সরকারের ভূমিকা রহস্যজনক। ভারত তোষণ ও নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে সরকার প্রতিবাদ করতেও পারছে না। (জাগো এফএম: ১৯)

বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রের বকেয়া পরিশোধের জন্য সরকার একটি বিশেষ বন্ড ইস্যু করে অর্থের ব্যবস্থা করছে। সরকারের কাছে পাওনা থাকায় বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো ঋণখেলাপি হয়ে যাচ্ছে। (ভোয়া: ১২)

বিবিসি

যেসব কারণে সুন্দরবনের বাঘ আলাদা

ছোটবেলায় বাঘ মামা আর শিয়াল পণ্ডিতের গল্প শোনেননি এরকম মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার। কিংবা, 'বনের রাজা কে ? বাঘ নাকি সিংহ ?', এই ধাঁধাঁর মাঝে পড়েননি, এমন মানুষের সংখ্যাও হাতে গোনা। সিংহকে বনের রাজা বলা হলেও বাস্তবে সিংহ কিন্তু বনে বাস করে না। পৃথিবীর বেশিরভাগ সিংহের বসবাস আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির সাভানা অঞ্চলে। অন্যদিকে, বাঘের বসবাস কিন্তু এশিয়ার মাত্র কয়েকটি দেশের বন-জঙ্গলে। এমনকি, বাংলাদেশ ও ভারতের কোল ঘেঁষা সুন্দরবনেও আছে বাঘের আনাগোনা। প্রাণিবিদরা এই বাঘকে বিড়াল জাতীয় বা ক্যাট গ্রুপের প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এর আভিধানিক নাম 'প্যান্থেরা টাইগ্রিস'। একসময় পৃথিবীতে বাঘের নয়টি উপ-প্রজাতি ছিল। কিন্তু আজ থেকে প্রায় দেড়শো বা দুইশো বছর আগে তিনটি প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং পৃথিবীতে এখন টিকে রয়েছে মাত্র ছয়টি উপ-প্রজাতির বাঘ। তবে আকৃতি এবং সৌন্দর্যে যেসব বাঘ খ্যাতিমান, তার মধ্যে নিঃসন্দেহে সুন্দরবনের বাঘ, অর্থাৎ বেঙ্গল টাইগার অন্যতম। এই বাঘের বৈজ্ঞানিক নাম 'প্যান্থেরা টাইগ্রিস টাইগ্রিস'। সুন্দরবনের এই বেঙ্গল টাইগারকে যা দিয়ে চেনেন সকলে, সেই ডোরাকাটা বাঘের আরও জ্ঞাতিভাই রয়েছে।

সুন্দরবনের বেঙ্গল টাইগার পৃথিবীর অন্যসব ডোরাকাটা বাঘের থেকে কোথায় আলাদা, আর কী সব বৈশিষ্ট্য দিয়েই-বা তাকে আলাদা করে চেনা যাবে ? প্রাণিবিদদের মতে, সুন্দরবনের বাঘ চেনার অন্যতম প্রধান নিয়ামক হলো এদের দেহের আকার। পৃথিবীতে যেসব বাঘ রয়েছে, তার মাঝে সাইবেরিয়ান বাঘের দেহ সবচেয়ে বড়। আর, সবচেয়ে ছোট হলো বেঙ্গল টাইগার। যদিও একসময় মনে করা হতো যে সবচেয়ে ছোট বাঘ হলো সুমাত্রান বাঘ। বলা হয়ে থাকে, সুন্দরবনের বাঘ বিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদের দেহের আকৃতি ছোট করে ম্যানগ্রোভ বনে টিকে থাকার মতো শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, "সারা পৃথিবীতে বাঘের যত উপ-প্রজাতি রয়েছে, সবগুলোর চাইতে সুন্দরবনের বাঘ ছোট। একসময় অনেকে মনে করতেন, সুমাত্রায় যে বাঘ রয়েছে, সেটি বোধহয় ছোট। কিন্তু সেটির চাইতেও আমাদের সুন্দরবনের বাঘের আকার আরও ছোট।" এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, সুন্দরবন ছাড়াও ভারত, ভূটান, নেপাল এবং মিয়ানমারেও বেঙ্গল টাইগার পাওয়া যায়। সেগুলোর সাথে সুন্দরবনের বাঘের একমাত্র পার্থক্য হলো দেহের আকার।

এই আকার ছাড়া সুন্দরবনের বেঙ্গল টাইগার ও পৃথিবীর অন্য জায়গার বেঙ্গল টাইগারের মাঝে আর কোনও পার্থক্য নেই বলে জানান এই প্রাণিবিদ। সুন্দরবনের বাঘের দেহের আকার যেমন ছোট, তেমনি এই বনের বাঘের ওজনও কম। অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলাম জানান, সুমাত্রান মেয়ে বাঘের ওজন সাধারণত গড়ে ৮৫ থেকে ৯০ কিলোগ্রাম হয়। কিন্তু সুন্দরবনের মেয়ে বাঘের গড় ওজন ৭৫ থেকে ৮০ কিলোগ্রাম। তবে তিনি এও উল্লেখ করেন যে সুন্দরবন ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেসব বেঙ্গল টাইগার পাওয়া যায়, সেখানকার মেয়ে বাঘের ওজন গড়ে ১৩৫ থেকে ১৪০ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। মি. ইসলামের ভাষায়, "বেঙ্গল টাইগারের ওজন কম। অন্য জায়গার বেঙ্গল টাইগার কিছুটা বড়। একই বাঘ কিন্তু সুন্দরবনে যেটা রয়েছে, সেটার আকৃতি অন্য জায়গার বেঙ্গল টাইগারের চেয়ে একটু ছোট।"

বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিস্তৃত দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে গড়ে ওঠা সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের আয়তন ছয় হাজার ১৭ বর্গ কিলোমিটার। অর্থাৎ, এর ৬০ শতাংশ রয়েছে বাংলাদেশে। সুন্দরবন জুড়ে খাল-বিল, নদী, শ্বাসমূল থাকায় বাঘের চলাচলের জন্য তা কিছুটা অসুবিধাজনক। সেইসাথে, এখানে খাবারের স্বল্পতা রয়েছে। এইসব কারণে সেখানে একেকটি বেঙ্গল টাইগারের বিচরণভূমি ১৫ থেকে ২০ বর্গ কিলোমিটার। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার এটি ৩০ থেকে ৪০ বর্গ কিলোমিটারও হতে দেখা যায়। কিন্তু সুন্দরবন বাদে অন্যান্য অঞ্চলের বেঙ্গল টাইগারকে সাধারণত ৬০ থেকে ১০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিচরণ করতে দেখা যায়।

বেঙ্গল টাইগারের বাইরে যেসব বাঘ, তাদের একেকটির বিচরণভূমি একেকরকম। যেমন, সাইবেরিয়ান বাঘের বিচরণভূমি বেশি, কারণ সাইবেরিয়াতে জায়গার অভাব নেই। সেখানকার একটা বাঘের বিচরণভূমি ৫০০ থেকে ১০০০ বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। দেহের আকার ও ওজনের মতো বেঙ্গল টাইগারের মাথার আকারও ছোট হয়। ন্যাচার সাফারি ইন্ডিয়া'র তথ্য অনুযায়ী, বেঙ্গল টাইগারের মাথার আকার সর্বোচ্চ ৩৭৬ মিলিমিটার। কিন্তু সাইবেরিয়ান বাঘের ক্ষেত্রে এটি ৪০৬ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের বাঘ মূলত গোরু, মহিষ ও সাম্বার হরিণের মতো বড় প্রাণী খেয়ে টিকে থাকে। কিন্তু সুন্দরবনের বাঘ হরিণ, শূকর ও বানরের মতো ছোট প্রাণী খায়। অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, "সুন্দরবনের যে বাঘ রয়েছে, তার শিকারের আকারও কম। অন্য জায়াগার বাঘের খাবার অনেক বড়। কিন্তু আমাদের সুন্দরবনে শুধু চিত্রল হরিণ এবং সামান্য মায়া হরিণ রয়েছে। মায়া হরিণ তো চিত্রল হরিণের চাইতেও ছোট। সে কারণে ওদের সাইজটাও ছোট।"

বেঙ্গল টাইগার চিহ্নিত করার আরেকটা উপায় হলো এদের পায়ের ছাপ। কারণ এরা আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়ায় এদের, বিশেষ করে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গলের পায়ের ছাপও ছোট। এই ছাপ দেখলে বোঝা যায় যে এটা বড় বাঘ, নাকি ছোট বাঘ। এমনকি, বাঘ বিশেষজ্ঞরা এও নির্ধারণ করতে পারেন যে ছাপটি ছেলে বাঘের নাকি মেয়ে বাঘের। বেঙ্গল টাইগারের গায়ের রঙ হলুদ থেকে হালকা কমলা রঙের হয়। এদের ডোরার রঙ হয় গাঢ় খয়েরি থেকে কালো রঙ্গের। এই বাঘের পেটের রঙ সাদা। আর, লেজ হলো কালো কালো আংটিযুক্ত সাদা রঙের। তবে, পৃথিবীতে সাদা

বাঘও আছে। তাদের শরীরের উপর গাঢ় খয়েরি কিংবা উজ্জল গাঢ় রঙের ডোরা থাকে এবং কিছু কিছু অংশ শুধুই সাদা। বেঙ্গল টাইগারকে চিহ্নিত করার সবচেয়ে প্রধান উপায় হলো এদের গায়ের ডোরা। পৃথিবীতে যত বাঘ আছে, তাদের একটির ডোরার সঙ্গে অন্যটির ডোরার মিল নেই। মি. ইসলাম এ বিষয়ে বলেন, "কোনও বাঘের ডোরার সাথে কোনও বাঘের ডোরার মিল নেই। বাঘের স্ট্রাইপ দেখে বোঝা যায় যে এটা 'ক' বাঘ, এটা 'খ' বাঘ, এটা 'গ' বাঘ। সারা পৃথিবীতে যত বাঘ আছে, প্রত্যেকের স্ট্রাইপ ভিন্ন। এটা মানুষের ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতো।" বেঙ্গল টাইগার দীর্ঘক্ষণ সাঁতার কাটতে পারে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক আবদুল আজিজ বলেন, সুন্দরবনের বাঘ এক কিলোমিটার নদী অনায়াসে পার হতে পারে। বৈজ্ঞানিকভাবে সুন্দরবনের বাঘ চিহ্নিত করার সর্বশেষ ধাপ হলো বাঘের ডিএনএ পরীক্ষা। অধ্যাপক আজিজ বলেন, "অন্য বাঘের চেয়ে সুন্দরবনের বাঘের ডিএনএ'র সিকোয়েন্সে পার্থক্য আছে। বিভিন্ন অঞ্চলের বাঘের সিকোয়েন্স যখন কম্পিউটারে মেলানো হয়, তখন কিছু পার্থক্য ধরা পড়ে।" সুন্দরবনের বাঘের যেহেতু অন্য কোথাও যাওয়ার সুযোগ নেই, তাই দীর্ঘদিন একটা অঞ্চলে থাকার কারণে তাদের ডিএনএ-তে কিছু পরিবর্তন এসেছে। "এদের যেহেতু ফ্রি-মিক্সিংয়ের সুযোগ নাই, তাই দীর্ঘদিন আইসোলেটেড থাকায় কিছু পার্থক্য তৈরি হয় ডিএনএ-তে", বলেন মি. আজিজ। বাঘ যেহেতু ভালো সাঁতারু, তাহলে কীভাবে বোঝা যাবে যে সে বাংলাদেশ অংশের বাঘ নাকি অন্য কোথাও হতে এসেছে? এ বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যাপক আনোয়ারুল হোসেন বলেন, বাঘ ভালো সাঁতার কাটলেও সে প্রয়োজন ছাড়া কখনও সাঁতরে নদী পাড় হবে না। তিনি বলেন, "সুন্দরবনের পশ্চিমাংশে রায়মঙ্গল নদীটা বাংলাদেশ ও ভারতের সুন্দরবনকে আলাদা করেছে। ঐ নদীটা বড়। কিন্তু অকারণে সে তিন কিলোমিটার সাঁতার কাটবে না।" প্রশ্ন হলো, একটা বাঘ কোন কোন পরিস্থিতিতে সাঁতার কাটবে ?" কোনও বাঘ যদি তার টেরিটোরি হারিয়ে ফেলে, তাহলে সে সাঁতার কেটে ওপাড় যেতে পারে।

একটা পুরুষ বাঘের সাথে তিন থেকে চারটি নারী বাঘ থাকতে দেখা যায়। কোনও বাঘ যখন তার টেরিটোরিতে সঙ্গীর পায় না তখন সে সাঁতরে চলে যায়। খাবারের সন্ধানেও বাঘেরা নদী পারাপার করে। তবে কোনও বাঘ যদি এক পাশ থেকে আরেক পাশে আসে, তাহলে তা জরিপের সময় উঠে আসে। অধ্যাপক আজিজ জানালেন, রায়মঙ্গল পার হয়ে ঐ পাশে যায় না বা ঐ পাড় থেকে আসে না যে, তা না। কিন্তু যদি কোনও বাঘ আসে, তাহলে জরিপের সময় সেটা টের পাওয়া যাবে। স্ট্রাইপ দেখে বোঝা যাবে সে নতুন বাঘ। "রায়মঙ্গলের কাছে হলদিবুনিয়া দ্বীপ বনাঞ্চলের সাথে ভারতের সুন্দরবনের যে পার্থক্য ৭০০-৮০০ মিটার। সেখানে একটা ছোট নদী আছে। এই নদীটির প্রস্থ মাত্র ৮০০ মিটার। এই নদী দিয়ে দিয়ে বাঘ নিয়মিত পার হয়। বাঘের কোনও দেশ নেই", বলেন মি. আজিজ। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বাঘশুমারি হয় ২০০৪ সালে। সেবার বন বিভাগ ও ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব ন্যাচার (আইইউসিএন) যৌথভাবে সুন্দরবনে বাঘের পায়ের ছাপ গুনে একটি জরিপ করে। সেই জরিপে বাঘের সংখ্যা পাওয়া যায় ৪৪০টি। কিন্তু পরবর্তীতে বিজ্ঞানীদের কাছে সেই জরিপটি বিজ্ঞানসম্মত না হওয়ায় ২০১৫ সালে সর্বপ্রথম ক্যামেরা ফাঁদ ব্যবহার করে বাঘের ছবি তুলে এবং পায়ের ছাপ গণনা করে বাঘের ওপর জরিপ চালানো হয়। সেই জরিপে দেখা যায়, বাংলাদেশ অংশের সুন্দরবনে বাঘ আছে ১০৬টি। ২০১৮ সালের আরেকটি জরিপে দেখা যায় যে বাঘের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১১৪টি। এটিই পর্যন্ত করা সর্বশেষ জরিপ। ভারতের সুন্দরবনেও প্রায় ১০০ বাঘ রয়েছে। তবে বর্তমানে সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় আরও একটি জরিপ চলমান রয়েছে। গত বছর জানুয়ারি মাসে এই জরিপটি শুরু হয়েছিলো, যা এ বছর মে মাস নাগাদ শেষ হবে। সেক্ষেত্রে বছরের মাঝামাঝি সময়ে জরিপের চূড়ান্ত ফলাফল হাতে আসবে বলে জানায় বন বিভাগ।

তবে এই জরিপ সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন, এ বছর জরিপে বাঘের সংখ্যা বাড়তে পারে। চলমান বাঘশুমারি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আবু নাসের মোহসিন হোসেন বলেন, "খুলনা-সাতক্ষীরায় হয়ে গেছে। এখন চাঁদপুর ও শরণখোলার অংশে ক্যামেরা ট্র্যাপিংয়ের কাজ চলছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি। আমরা যে তথ্য-উপাত্ত পাচ্ছি, এগুলো বৃদ্ধিকেই ইন্ডিকেট করছে।" কত সংখ্যক বাড়তে পারে বলে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "বন্য প্রাণী কখনোই অপরিকল্পিত কাজ করে না। তাই, কোনও ডিস্টার্বেন্স যদি নাও হয়, তাহলেও বাঘের সংখ্যা ১৬৫-২২৫টির ওপরে উঠবে না কখনও।" বাঘ বৃদ্ধির বিষয়ে অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, "আমি শুনেছি, বাচ্চা বেশি পাওয়া যাচ্ছে। যদিও বাচ্চাগুলো গণনায় আসবে না। কারণ বাচ্চা যদি পূর্ণবয়স্ক না হয় কখনও...। তবে সবাই আশান্বিত যে বাঘের সংখ্যা হয়তো বেড়েছে।"এই সংশ্লিষ্টরা মনে করেন, বাঘের সংখ্যা বাড়ার মূল কারণ হলো মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি।

অধ্যাপক আব্দুল আজিজ বলেন, "সমাজে কেউ বাঘ বা হরিণ শিকার করলে তাকে এখন অনেকেই ভালো চোখে দেখে না। এটা একটি কারণ।" প্রাণিবিদ এবং এই খাত সংশ্লিষ্টদের মতে, সুন্দরবনের আশেপাশে ৭৬টি গ্রাম আছে, সেগুলোর ৮০ শতাংশ গ্রামে এখন 'ভিলেজ টাইগার রেসপন্স টিম' আছে। এছাড়া, একটা সময়ে সুন্দরবন মানেই ছিল জলদস্যু ও বনদস্যুদের আখড়া। এখন সেটা আর নেই। মি. হোসেন বলেন, "২০১৮ সাল থেকে বনদস্যু এবং জলদস্যু নাই হয়ে গেছে। বাঘ ও হরিণ বৃদ্ধির মূল কারণ এটাই। যখন দস্যুরা সুন্দরবনে থাকতো, তাদের খাওয়ার একমাত্র জিনিস হলো হরিণের মাংস।"

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম হরিণ নিয়ে বেজলাইন জরিপ হয়েছে উল্লেখ করে তিনি জানান, তাতে উঠে এসেছে, বর্তমানে হরিণের সংখ্যা এক লাখ ৪৮ হাজার। মি. আজিজ বলেন, "হরিণের সংখ্যা বাড়লে বাঘ বাড়বে। কারণ হরিণ বাঘের প্রধান খাবার। খাবার থাকলে মানুষের ক্ষেত্রে যেমন হয়, বাঘের ক্ষেত্রেও তাই হবে। কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে এটা নিয়মের মাঝে চলে। হরিণ বাড়লে বাঘ বাড়ে। আর বাঘ বাড়লে হরিণ কমবে।" হরিন বাড়লে পর্যাপ্ত খাবার পাওয়ায় বাঘ বনের বাইরে কম আসবে বলেও মন্তব্য করেন মি. আজিজ। তবে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, বন বিভাগ ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার হরিণ ও বাঘের সংখ্যা ক্রমশ বাড়বে। সেইসাথে, আগামী দশ বছরের মাঝে বাঘ এবং হরিণ একটা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাদের মতে, তখন বাঘ-মানুষের সংঘর্ষ বাড়বে। কারণ বনে যদি বাঘের পরিমাণ বেশি হয়ে যায়, তাহলে তারা সেই অনুযায়ী খাবার পাবে না, আর খাবার না পেলে তারা লোকালয়ে প্রবেশ করবে।

এ বিষয়ে মি. আজিজ বলেন, "খাবার না পেলে গ্রামে বাঘ-মানুষের সংঘর্ষ বাড়বে। এটা সারা দুনিয়াতে আছে। ক্যান্সারকে যেমন ম্যানেজমেন্টে রাখতে হবে, বাঘ মানুষের সংঘর্ষও তাই। দুনিয়াতে মানুষ বেড়েছে, বনের উপর চাপ বাড়ছে। বনের আশেপাশে মানুষের ঘর-বাড়ি আছে। স্বাভাবিকভাবেই এই দ্বন্দ্ব থাকবে। কিন্তু এটাকে সহনশীল রাখাই মূল লক্ষ্য।"প্রায় দুইশো বছর আগে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া থেকে বাঘের দুইটি উপ-প্রজাতি হারিয়ে গিয়েছিল। আরেকটা হারিয়েছিল রাশিয়ার ঐ অঞ্চল থেকে। তখন এই তিন উপ-প্রজাতি হারিয়েছিলো কারণ মানুষ তখন বাঘকে হিংস্র মনে করে মেরে ফেলতো।

মি. আজিজ বলেন, "নিজেদের জীবন নির্বিঘ্ন করতে তারা প্রাণী মারতো। তখন ইকোলজি, পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা মানুষের ধ্যান-ধারণায় ছিল না। আজকের বালি দ্বীপের সব বাঘ মেরে ফেলা হয়েছিলো শুধুমাত্র নিরাপদ বসবাসের জন্য। কিন্তু পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য বাঘ প্রয়োজন। ইকোসিস্টেম ফাংশনাল থাকলে সেখান থেকে যে ইন্ডিরেক্ট সার্ভিস, তথা- মাছ, নির্মল বায়ু, মধু, পাই; যদি সিস্টেম ধ্বংস হয়ে যায়, তখন তা পাওয়া যায় না।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলামও বলেন, "এই পপুলেশন যদি পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায়, এটিকে রিপ্লেস করা সম্ভব হবে না। নেপাল, ভুটান, ভারতে যে পপুলেশন রয়েছে, সেখানের একটা জায়গার বাঘ হারিয়ে গেলে রিপ্লেস করা যেতে পারে।"(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.১.২৪ রিহাব)

নির্বাচনে অংশ নেয়া 'কিংস পার্টি' গুলো এখন কোথায় ?

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে 'কিংস পার্টি' হিসেবে পরিচিত যে সব রাজনৈতিক দল সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, নির্বাচনের পর সেই রাজনৈতিক দলগুলো প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। দলগুলোর নেতারা অবশ্য বলছেন যে, তারা তাদের নিয়মিত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং দল পুনর্গঠনের চেষ্টা করছেন। আর রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, নির্বাচনকে সুষ্ঠু দেখানোর জন্য সরকারের নির্দেশে উত্থান হওয়া এসব দলের নির্বাচন পরবর্তী সময়ে 'মৃত্যু' হওয়াটাই স্বাভাবিক। আর এ কারণেই খুব একটা সাড়াশব্দ নেই দলগুলোর। নির্বাচনের আগে আগে অপরিচিত কয়েকটি রাজনৈতিক দল বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এসব দলকে নিবন্ধনও দেয়া হয়েছিল। বিএনপির অনেক দলছুট নেতাও এসব দলে বড় পদে যোগ দিয়েছিলেন।

রাজধানীর অভিজাত এলাকায় কার্যালয় নিয়ে বেশ জোরেশোরেই দলীয় কার্যক্রম শুরু করেছিল এসব দল। রাজনৈতিক সমালোচকরা এসব রাজনৈতিক দলকে 'কিংস পার্টি' হিসেবে অভিহিত করেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তৃণমূল বিএনপি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-বিএনএম, এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি-বিএসপি-কে 'কিংস পার্টি' হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। তবে এই দলগুলো বরাবরই এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। এই দলগুলো এমন এক সময়ে নির্বাচনে অংশ নেয়ার কথা জানায় যখন দেশের অন্যতম বিরোধী রাজনৈতিক দল বিএনপি নির্বাচন বর্জন করে। একই সাথে নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ আন্তর্জাতিক চাপ ছিল। নির্বাচনের আগে নিবন্ধন পাওয়া নতুন এই দলগুলো নির্বাচনে অংশও নিলেও জয় তো দূরের কথা, বেশির ভাগ প্রার্থীই জামানত পর্যন্ত হারিয়েছেন। এসব দলের নেতারা বলছেন, নির্বাচন থেকে তাদের মূল পাওয়া আসলে দলের পরিচিতি, জয়লাভ নয়। আর এখন দলকে সুসংগঠিত করাই তাদের মূল লক্ষ্য।২০১৫ সালে তৃণমূল বিএনপি নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হলেও দলটি নিবন্ধন পায় ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে। গত বছরের ১৯শে সেপ্টেম্বর দলটির প্রথম কাউন্সিলে যোগ দেন বিএনপির দলছুট দুই নেতা শমসের মবিন চৌধুরী এবং তৈমুর আলম খন্দকার। দলটির প্রতীক সোনালী আঁশ। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৩৩টি আসনে প্রার্থী দেয় তারা।

তবে কোনও আসনেই এই দলের কোনও প্রার্থী জয়ী হতে পারেনি। উল্টো বেশির ভাগ প্রার্থীরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার বিবিসি বাংলাকে বলেন, এই নির্বাচনে অংশ নেয়ার মাধ্যমে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন কেমন হয় সে বিষয়ে একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে তাদের। তিনি বলেন বাংলাদেশে চল্লিশটিরও বেশি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ দলের নাম ও প্রতীক তেমন কেউ জানে না। তবে তাদের দলের নাম, নেতাদের নাম ও প্রতীক দেশের মানুষ জেনেছে - এটা তাদের একটি অর্জন। "দলটি হইল আমাদের দুই মাসের দল। নির্বাচন কমিশন আমাদের দলটাকে নিবন্ধন দেয় নাই। আমরা সুপ্রিম কোর্টে যুদ্ধ কইরা নিবন্ধন পাইছি।" নির্বাচনে আসার আগে সরকারের কাছ থেকে কোনও আশ্বাস পাননি উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারের বিরুদ্ধে তারা নির্বাচনে গিয়েছেন।

এর আগের নির্বাচনগুলোতে নানা ধরনের অনিয়মের অভিযোগ থাকলেও সরকার গঠন, তাদের ক্ষমতায় থাকা এবং বিদেশি সমর্থন- কোনোটিই ঠেকানো যায়নি বলে উল্লেখ করেন তিনি। তাই এবার ক্ষমতাসীন দল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাতে জিততে না পারে তা নিশ্চিত করতেই নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন তারা। "সরকারকে আমরা ব্ল্যাংক চেক দিতে চাই নাই। আমরা চাই নাই যে, সরকার শুয়ে শুয়ে পাস করুক। এবার আমাদের সাথে নির্বাচন করতে গিয়ে সরকারকে অনেক বেগ পাইতে হইছে। সরকারকেও মাঠে নামতে হইছে।" 'কিংস পার্টি' হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন তিনি। "সরকারের লগে আমরা আঁতাত করি নাই। সরকারের লগে যদি থাকতাম আমরাও (আসন) পাইতাম।" আপাতত দলের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া, এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তোলা এবং পরবর্তী সময়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি।

কেন্দ্রীয় কার্যালয় এখনও পল্টনের তোপখানা রোডেই রয়েছে। তবে একই এলাকায় ভালো আরেকটি নতুন কার্যালয়ের কথা চিন্তা করছেন তারা। তিনি বলেন, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির মতো দল ক্ষমতায় থাকার কারণে সেগুলো বিস্তার লাভ করতে বা বড় দল হতে পেরেছে। তৃণমূল বিএনপি এখনও সেই সুযোগ পায়নি। দল নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে তিনি বলেন, তৃতীয় ধারার একটি রাজনীতি গঠন করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাবেন তারা। ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে তারা পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা বিএনএম দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র পাঁচ মাস আগে ২০২৩ সালের আগস্টে নিবন্ধন পায়। সবশেষ নির্বাচনে নোঙর প্রতীকে দলটি ৫৪টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। তবে কোনও প্রার্থীই এই নির্বাচনে জয় পাননি। বরং একজন বাদে দলের সব প্রার্থীরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

বিএনএম-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শাহ মো. আবু জাফর বিবিসি বাংলাকে বলেন, এই নির্বাচন থেকে তাদের প্রাপ্তি হচ্ছে রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিতি লাভ করা। এই বিষয়টিকেই তারা সবচেয়ে গুরুত্বের সাথে দেখছেন। দ্বিতীয়ত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তাদের দলকে কিছুটা হলেও সংগঠিত করা গেছে। একই সাথে বিভিন্ন স্থানে নেতৃত্ব বাছাই করতে সমর্থ হয়েছেন তারা। "হতাশাগ্রস্ত রাজনৈতিক লোক যারা বসেছিল চুপ করে, তাদের এই দল দিয়ে তাদের সক্রিয় করার একটা প্রচেষ্টা আমরা পেয়েছি", বলছেন মি. জাফর। নির্বাচনের আগে গুলশানে একটি কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে বিএনএম। তবে নির্বাচনের পর এই কার্যালয়টিতে তেমন কোনও কার্যক্রম নেই বলে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে। মি. জাফর অবশ্য বলছেন, বর্তমানে তারা নিজেদের দলকে গোছানোর কাজে সময় পার করছেন। মঙ্গলবারও তারা তাদের কার্যালয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। তাদের একটি ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণের দলীয় কমিটি পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হচ্ছে। একই সাথে দলের অঙ্গসংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিভিন্ন বিভাগের এবং জেলার দলীয় দায়িত্ব প্রদান করা হচ্ছে। তারা অচিরেই কার্যক্রম শুরু করবে। এছাড়া তারা উপজেলা পর্যায়ে নির্বাচন নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করছেন। সেখানে ভালো প্রার্থী পাওয়া গেলে মনোনয়ন দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। "না হলে উপজেলাকে কেন্দ্র করেও আমাদের দলকে সংগঠিত করে রাখার চেষ্টা করবো।" আগামী সময়ে তাদের পরিকল্পনা জানতে চাইলে মি. জাফর বলেন, আগামী পাঁচ বছরকে কেন্দ্র করে তারা দলকে সংগঠিত এবং শক্তিশালী করতে চান। এছাড়া অঙ্গসংগঠন গড়ে তোলা এবং গণসংযোগ বাড়ানোর চেষ্টা করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। আর যেসব এলাকায় প্রার্থীদের জনপ্রিয়তা রয়েছে তারা যাতে গণমুখী কার্যক্রম করে আরো জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে তার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, "সরকারের যে ভুল থাকবে সেটার সমালোচনা করবো, যেটা ভাল থাকবে তার সমর্থন করবো। এই নীতি নিয়েই আমরা অগ্রসর হবো।" তিনি বলেন, গত নির্বাচনে তাদের প্রার্থীরা খুব একটা হালে পানি পায়নি কারণ মাঠ পর্যায়ে কর্মী সংখ্যা কম ছিল। এছাড়া সরকার যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিয়েছে, তাতে সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে প্রশাসনের লোকজন একমুখী আচরণ করেছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

দল নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তাদের দলটিই নতুন। এখনো তারা দলের কার্যালয়ে মূলত যাওয়া-আসা করছেন। দলটি ছোট হওয়ার কারণে সেগুলো বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মতো জাঁকজমকপূর্ণ নয়। ছোট অন্য দলগুলোর মতোই তারা রয়েছেন এবং তারা ভবিষ্যতে দল গঠনে কাজ করবেন। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় কার্যালয় আছে এবং এটা থাকবে। বিভাগীয় পর্যায়ে কার্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করা হবে। 'কিংস পার্টি'র অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, "কিংস পার্টি যদি আমরা হতাম তাহলে কিছু অন্তত নমিনেশন, আমরা নির্বাচনে বিজয় লাভ করার জন্য একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতো। নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী বা কারো সাথে আমাদের কোনও বৈঠক হয় নাই। এবং আমরা জিতবো, এই কয়টা সিট পাবো এরকম ভাগাভাগি হয় নাই।" তিনি জানান, সরকারের সাথে তাদের কোনও সমঝোতা নাই।

'কিংস পার্টি' হিসেবে পরিচিতি পাওয়া আরেকটি রাজনৈতিক দল হলো বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি। এই দলটি ৭৯টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। কোনও প্রার্থীই জয়লাভ করেননি। এই দলটির সাথে যোগাযোগ করেও প্রাথমিকভাবে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। বিএনএম প্রায় ৫৪টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। এর মধ্যে শুধুমাত্র একটি আসনে প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়নি। বাকি সব আসনেই ভোট টানতে না পারার কারণে দলটির প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, একটি আসনে যত ভোট থাকে কোনও প্রার্থী যদি তার আট ভাগের এক ভাগ ভোট

না পান তাহলে তার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। কক্সবাজার-২ আসনের বিএনএম এর প্রার্থী মোহাম্মদ শরীফ বাদশা নির্বাচনে জয় না পেলেও তার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়নি। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, এর পেছনে কাজ করেছে তার আগের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং পরিচিতি। এর আগে তিনি মহেশখালী উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। যার কারণে এলাকায় তার জনপ্রিয়তা ছিল। মি. বাদশা বলেন, বিএনএম থেকে মনোনয়ন নিয়ে তিনি নির্বাচন করেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে। কিন্তু সেটি হয়নি। ওই আসনে সরকারের ছাড় দেওয়ারও আশ্বাস ছিল বলে তিনি জানিয়েছেন। "নির্বাচনের দুই দিন আগে (শুনছি) সরকার নাকি সিটগুলো ছাড়তেছে না, এটা আমাকে বিভিন্ন স্থান থেকে বলছে যে সরকার সিট ছাড়তেছে না। না ছাড়লে যা হয়, হয়ে গেছে আর কী।" দল হিসেবে বিএনএম এর কাছ থেকে প্রত্যাশা কী, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "আমি বিএনএম এর নেতাও না।" তিনি বলেন, এই দলটিতে যোগ দেয়ার উদ্দেশ্যই ছিল মনোনয়ন নেওয়া। তাই এবারই প্রথম এই দলে যোগ দিয়েছেন তিনি। "আমি বিএনএম-এ গেছি প্রথম নমিনেশনটা নেওয়ার জন্য।" মি. বাদশা জানান, নির্বাচনের পর দলের নেতাদের সাথে এখনও দেখা হয়নি তার। দেখা করার পর তিনি সবার সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন যে তিনি এই দলে থাকবেন কিনা। মাঠ পর্যায়ে বিএনএম-এর নেতৃবৃন্দের বিষয়েও তেমন কোনও তথ্য নেই তার কাছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, 'কিংস পার্টি' বা হঠাৎ করে সক্রিয় হয়ে উঠা এসব রাজনৈতিক দলগুলো আসলে 'পুতুল দল' হিসেবে কাজ করে। সরকার যেভাবে চায় দলগুলো ঠিক সেভাবেই আচরণ করে।

লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, নির্বাচনের মাঠে নামানোর জন্য এসব দলকে তড়িঘড়ি করে গঠন করা হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশনও তাদেরকে দল হিসেবে নিবন্ধন দিয়েছে। তার বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন সরকারের নির্দেশে সরকারেরই একটি অঙ্গসংগঠন হিসেবে কাজ করেছে। তা না হলে এসব দলের নিবন্ধন পাওয়ার কথা নয়। তিনি বলেন, "সরকারের নিম্নমানের স্থূল কৌশল ছিল নির্বাচনকে সামনে রেখে এই দলগুলোর উত্থান। আর নির্বাচন যেহেতু হয়ে গেছে তাই এগুলোর স্বাভাবিক মৃত্যু হবে। যেভাবে বুদবুদের মতো ভেসে উঠেছিল, আবার মিলিয়ে যাবে।" নানা ধরনের লোভ দেখিয়ে এবং সুযোগসুবিধা দিয়ে এসব দলকে নির্বাচনে নিয়ে আসা হয় বলে মনে করেন তিনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনীতিতে এদের কোনও অবস্থান থাকে না। এরা এর আগে হয়তো নানা ধরনের দলে ছিল। "এরা যে নির্বাচনটা করেছে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা বা ভালোবাসার কারণে নয়। এরা করেছে লোভে পড়ে। এর পেছনে লেনদেনের ইতিহাস থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। অতীতেও আমরা এমনটা দেখেছি", বলছেন মহিউদ্দিন আহমদ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকার বিএনপিকে ভাঙার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। পরে তেমন শক্ত কোনও রাজনৈতিক অবস্থান নেই, নিষ্ক্রিয় ছিল বা তেমন জনসমর্থন নেই, এমন কিছু লোককে নির্বাচনে নামিয়ে সেটিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ভোটারদের উপস্থিতি কম থাকার কারণে সেটি খুব একটা সফল হয়নি। মি. আহমদ বলেন, "নির্বাচন যেহেতু আওয়ামী লীগের একতরফা ছিল, তাই এদের জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়াটাও স্বাভাবিক ছিল। কারণ এদের কেউই আসলে জয় লাভ করার মতো প্রার্থী ছিলেন না।"

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.১.২৪ রিহাব)

যে কারণে পদত্যাগ করলেন জাতীয় পার্টির ছয় শতাধিক নেতা-কর্মী

বাংলাদেশে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি. এম. কাদের ও মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুর নেতৃত্বে অনাস্থা জানিয়ে ও কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতাকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দলটির ঢাকা মহানগর উত্তরের আটটি থানার ৬৬৮জন নেতা-কর্মী পদত্যাগ করেছেন। বিকালে ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন করে এই পদত্যাগের কথা জানান দলটির ঐ নেতা-কর্মীরা। নির্বাচনে ভরাডুবির পর দলীয় নেতৃত্বের অসহযোগিতা, সাংগঠনিক দুর্বলতাসহ নানা অভিযোগে নির্বাচনে পর থেকেই নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ, চেয়ারম্যান ও মহাসচিবকে পদত্যাগের আল্টিমেটাম দেওয়া ও কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণার পর এই ঘটনা ঘটলো। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে পদত্যাগ করা মো. জাহাঙ্গীর আলম পাঠান এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বিবিসি বাংলাকে জানান, "মহানগর উত্তরের ২৫টি থানার মধ্যে আটটি থানার সাড়ে ছয়শোর বেশি নেতা-কর্মী পদত্যাগ করেছে। তারা চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছে।" এর আগে দলটির চেয়ারম্যান ও মহাসচিবকে পদত্যাগের আল্টিমেটাম দিয়ে বিক্ষোভ করে নেতা-কর্মীরা।

বিক্ষোভের ঘটনার পর দলটির কেন্দ্রীয় নেতা ও কো-চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশীদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য সুনীল শুভ রায়-সহ বেশ কয়েকজনকে কমিটি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এছাড়া ঢাকা মহানগরের উত্তরের কমিটিও বিলুপ্ত করা হয়। মি. পাঠান জানান, "এটার প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন তারা। এর পরে সারা দেশের বিভিন্ন কমিটি থেকেও পদত্যাগ করার কথা রয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পার্টি থেকে পদত্যাগ নয়, বরং জিএম কাদেরের কমিটি থেকে গণ পদত্যাগের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।" মি. পাঠান কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান পদে ছিলেন। তা ছাড়া বিলুপ্ত ঢাকা মহানগর উত্তর শাখার সদস্য সচিবও ছিলেন। টেলিভিশনে প্রচারিত সংবাদে দলটির নেতাকর্মীদের পদত্যাগের পক্ষে গণস্বাক্ষর করতে দেখা যায়। দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু সাংবাদিকদের বলেন, "আমাদের দলের নেতা-কর্মী বেশি, তাদের স্বাধীনতা আছে। তারা পদত্যাগ করছে এ বিষয়ে কোনও বক্তব্য নাই, কোনও পদক্ষেপ নাই। আমরা যাদেরকে অব্যাহতি দিছি, তারা পদত্যাগ করতেছে। এটা আমাদের কাছে ম্যাটার করে না, আমাদের সাথে কথা বলার আর কোনও সুযোগ নাই", বলেন মি. হক।

পদত্যাগ করা নেতাকর্মীরা রওশন এরশাদের নেতৃত্বে নতুন করে দল গোছানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে এ বিষয়টি উল্লেখ করলে মি. হক বলেন,"যার খুশি যে পার্টি করতে পারে। একটা কেন ৪০টা করতে পারে এটা তাদের স্বাধীনতা আছে। এটা আমাদের কোন বিষয় না!" সংবাদ সম্মেলনে নেতারা জানান, বর্তমান নেতৃত্ব জাতীয় পার্টিকে ভুল পথে পরিচালিত করছে, তারা দলটিকে পারিবারিক প্রতিষ্ঠান বানিয়েছে। দলে সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রওশন এরশাদের নেতৃত্বে কাউন্সিলের প্রস্তুতিও চলছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। মো. জাহাঙ্গীর আলম পাঠান স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "জাতীয় নির্বাচনের এক বছর আগে থেকে বলা হয়েছে, জাতীয় পার্টি এককভাবে নির্বাচন করবে। কিন্তু নির্বাচনের আগে বুঝতে পারলাম চেয়ারম্যান জি এম কাদের গোপনে সরকারের সাথে আঁতাত করে নিজের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।" এতে বলা হয়েছে, শেষ পর্যন্ত পার্টির চেয়ারম্যান এবং মহাসচিব ৩০০ আসনে প্রার্থী মনোনীত করার পর মাত্র ২৬টি আসনে আওয়ামী লীগের কাছ থেকে ছাড় পাবার বিনিময়ে গোটা পার্টিকেই বিক্রি করে দিয়েছে। "দলকে ধ্বংসের প্রান্তে নেয়ার পর চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের পদত্যাগের দাবি ওঠে। এই দুরবস্থার মধ্যেও চেয়ারম্যান নিকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করে পার্টির নিবেদিতপ্রাণ নেতৃবৃন্দকে একের পর এক অব্যাহতি দিয়ে চলেছেন। পল্লী-বন্ধু এরশাদের নাম নিশানা মুছে দেয়ার হীন চক্রান্ত করে যাচ্ছেন।" এই বিজ্ঞপ্তিতে আরো যোগ করা হয়েছে, "পল্লী-বন্ধু এরশাদের প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পার্টির ধ্বংস দেখতে চাই না। অল্প সময়ের ব্যবধানে আমরা এরশাদের চেতনা, প্রেরণা ও নীতি আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকব।"

তবে, গণপদত্যাগের কোনও চিঠি দলীয় কার্যালয় বা চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এখনও পাঠানো হয়নি। গত ৭ই জানুয়ারির নির্বাচনের পর থেকে জাতীয় পার্টিতে নানা ধরনের অস্থিরতা চলছে। নির্বাচনে ২৮৩টি আসনে প্রার্থী দেয় দলটি। পরে ২২৫টি আসন থেকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। ২৬টি আসনে সমঝোতার পর মাত্র ১১টি আসনে জিততে পেরেছে দলটি। প্রার্থীদের ৯০ শতাংশরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ যা ইঙ্গিত দিয়েছে তাতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদে বিরোধী দল হিসেবে জাতীয় পার্টিই স্বীকৃতি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, "আমরা বিরোধী দল হওয়ার জন্য দলের সিদ্ধান্ত স্পিকারকে জানিয়েছি। এখন তার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছি। গত টার্মেও আমরা বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করেছি। আমাদের দু-একজন সদস্যের কথাবার্তায় দলের মধ্যেও আপত্তি ছিলো। আমরা অতীতে যেভাবে বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেছি, ভবিষ্যতেও সেভাবে পালন করবো", বলেন মি. হক।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বলছেন, "সরকারের নিজেদের জন্য জাতীয় পার্টির মতো গৃহপালিত বিরোধী দল প্রয়োজন। সুতরাং, আসন যাই হোক, জাতীয় পার্টিকে বিরোধী দল হিসেবে ছাড়বে না সরকার।" আগামী ৩০শে জানুয়ারি দ্বাদশ সংসদের প্রথম অধিবেশনেই বিষয়টি চূড়ান্ত হবে। জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের অবর্তমানে এবারই প্রথম দলীয় চেয়ারম্যান হিসেবে জি এম কাদেরের নেতৃত্বে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল দলটি। এর আগে, ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের শরিক দল হিসেবে ২৭টি আসনে জয় পেয়েছিল জাতীয় পার্টি। ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারির নির্বাচনে জেনারেল এরশাদ প্রাথমিকভাবে অংশগ্রহণ করতে না চাইলেও শেষ পর্যন্ত জাতীয় পার্টিকে আওয়ামী লীগের সাথে থাকতে হয়েছিল। এরপর সমঝোতার মাধ্যমে ২০১৪ সালে ২৯টি এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনে ২২টি আসনে জয়লাভ করে দলটি। সে সময় দলটির নেতাদের অনেকের কথায় সেই সমঝোতা নিয়ে অস্বস্তি চাপা থাকেনি। তখন দলটিকে ঘিরে নানা ধরনের তৎপরতাও দেখা গিয়েছিল রাজনৈতিক অঙ্গনে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.১.২৪ রিহাব)

আলোচিত 'শরীফার গল্পে' আসলে কী আছে ?

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে শুরু করে গণমাধ্যম, গত কয়েকদিন ধরে এসব জায়গার অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো 'শরীফার গল্প'। মূলত, নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের 'মানুষে মানুষে সাদৃশ্য ও ভিন্নতা' নামক একটি অধ্যায়ে এই নামের একটা গল্প যুক্ত করা হয়েছে। ১৬ পৃষ্ঠার এই অধ্যায়ে শরীফার গল্প আছে দুই পাতা জুড়ে। কিন্তু মাত্র দুই পাতার এই গল্পকে ঘিরে সারাদেশে বিশেষত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুমুল বিতর্কের ঝড় তৈরি হয়েছে। সমাজের এক অংশ এই গল্পের পক্ষে, অপর অংশ বিপক্ষে।

এই বিতর্কের মধ্যে বুধবার অর্থাৎ ২৪শে জানুয়ারি পাঁচ সদস্যের উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ কমিটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি) গল্পটি পর্যালোচনায় সার্বিক সহায়তা করবে। পাঁচ সদস্যের এই কমিটির আহ্বায়ক ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুর রশীদ। বাকি সদস্যদের মাঝে রয়েছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর) এবং ঢাকা আলিয়া মাদরাসার প্রতিনিধিরা। এর আগে গত ২৩শে জানুয়ারি নবনিযুক্ত শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল সাংবাদিকদের শরীফার গল্পে বিভ্রান্তি বা বিতর্ক থাকলে তা পরিবর্তনের করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু এই পুরো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু যে 'শরীফার গল্প', তাতে আসলে কী আছে ? ৩৭৪ শব্দের এই গল্পে তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বলা হয়েছে। বইয়ে এই গল্পটি যুক্ত করার প্রধান উদ্দেশ্য, এই জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর-কিশোরদেরকে সচেতন করা।

শরীফার গল্প'র প্রধান চরিত্রের নাম আসলে দুটো। শরীফ এবং শরীফা। শরীফ আহমেদ এক সময়ে শরীফা আকতার হয়ে যান, যিনি একজন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ। শরীফার গল্প শুরুর আগের গল্পটা এরকম- শরীফাদের শ্রেণি শিক্ষকের ডাকনাম খুশি, তাকে শিক্ষার্থীরা খুশি আপা হিসেবে সম্বোধন করে। তিনি তার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে খেলার ছলে 'সম্প্রদায়' সম্বন্ধে শেখাচ্ছেন। খুশি আপা সেদিন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য লিখে শ্রেণি কক্ষের বিভিন্ন জায়গায় সাঁটিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে শিক্ষার্থীদেরকে দাঁড়াতে বললেন। শিক্ষার্থীরা এত সহজভাবে একটা কঠিন বিষয় সমন্ধে জানতে পেরে দারুণ উচ্ছ্বসিত। কিন্তু শিক্ষার্থীরা যাতে কাছ থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে দেখতে পারে, তাই তিনি পরদিন ক্লাসে একজন অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। যার নামই মূলত শরীফ ওরফে শরীফা। এখান থেকেই গল্পের শুরু। শরীফা এই স্কুলেরই একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী। তাকে খুশি আপা পরিচয় করিয়ে দেন এভাবে, "ইনি ছোটবেলায় তোমাদের স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। আজ এসেছেন, নিজের স্কুলটা দেখতে।" এরপর শরীফা শিক্ষার্থীদেরকে নিজের পরিচয় জানান। তিনি বলেন, "যখন আমি তোমাদের স্কুলে পড়তাম তখন আমার নাম ছিল শরীফ আহমেদ।" তখন আনুচিং নামক এক শিক্ষার্থী অবাক হয়ে যায়। সে জানতে চায়, শরীফা কীভাবে মেয়ে হলো। শরীফার উত্তর ছিলো, "আমি তখনও যা ছিলাম, এখনও তাই আছি। নামটা কেবল বদলেছি।" কিন্তু শিশুরা শরীফার কথা ঠিকঠাক বুঝতে পারে না। তারা শরীফার বাড়ি কোথায় জানতে চায়। বাড়ির হদিস দেয়ার পরও তাদের পরের প্রশ্ন- শরীফা কেন বাবা-মায়ের সাথে থাকে না। সবাইকে অবাক হতে দেখে শরীফা এরপর নিজের জীবনের কথা বলতে শুরু করেন।

শরীফা বলেন, "ছোটবেলায় সবাই আমাকে ছেলে বলত। কিন্তু আমি নিজে একসময়ে বুঝলাম, আমার শরীরটা ছেলেদের মতো হলেও আমি মনে মনে একজন মেয়ে।" তিনি জানান, ছোটবেলায় তিনি মেয়েদের মতো পোশাক পরতে ভালোবাসতেন। মেয়েদের প্রসাধনী দিয়ে সাজতেন। কিন্তু বাড়ির কেউ তাকে তার পছন্দের পোশাক কিনে দিতে রাজি হতো না। "মেয়েদের সঙ্গে খেলতেই আমার বেশি ইচ্ছে করত। কিন্তু মেয়েরা আমাকে খেলায় নিতে চাইত না। ছেলেদের সঙ্গে খেলতে গেলেও তারা আমার কথাবার্তা, চালচলন নিয়ে হাসাহাসি করত। স্কুলের সবাই, পাড়া-পড়শি এমনকি বাড়ির লোকজনও আমাকে ভীষণ অবহেলা করত। আমি কেন এ রকম একথা ভেবে আমার নিজেরও খুব কষ্ট হতো, নিজেকে ভীষণ একা লাগত।" এভাবে অবহেলিত হতে হতে একদিন একজনের সাথে শরীফার পরিচয় হয়। "একদিন এমন একজনের সঙ্গে পরিচয় হলো যাকে সমাজের সবাই মেয়ে বলে কিন্তু সে নিজেকে ছেলে বলেই মনে করে। আমার মনে হলো, এই মানুষটাও আমার মতন। সে আমাকে বলল, আমরা নারী বা পুরুষ নই, আমরা হলাম তৃতীয় লিঙ্গ (থার্ড জেন্ডার)।" সেই নতুন মানুষ শরীফাকে নিয়ে এমন এক জায়গায় নিয়ে যান, যেখানে নারী-পুরুষের বাইরে আরও মানুষ আছেন। "এই মানুষদেরকে বলা হয় 'হিজড়া' জনগোষ্ঠী।" শরীফা বলেন, "তাদের সবাইকে দেখেশুনে রাখেন তাদের 'গুরু মা'। আমার সেখানে গিয়ে নিজেকে আর একলা লাগল না, মনে হলো না যে আমি সবার চেয়ে আলাদা। সেই মানুষগুলোর কাছেই থেকে গেলাম।" এই জনগোষ্ঠীর নিয়ম-কানুন, ভাষা, রীতিনীতি শরীফাদের বাড়ির চেয়ে অনেক আলাদা হলেও শরীফা শেষ পর্যন্ত তাদের কাছেই থেকে যান বলে গল্পে উল্লেখ করা হয়। শরীফার ভাষায়, "আমরা সবার সুখ-দুঃখ ভাগ করে নিয়ে একটা পরিবারের মতনই থাকি। বাড়ির লোকজনের জন্যও খুব মন খারাপ হয়। তাই মাঝে মাঝে বাড়িতেও যাই।" কিন্তু সেখানে থেকে যাওয়ায় শরীফার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায় এবং তিনি রোজগারে মন দেন। বিশ বছর আগে বাড়ি ছেড়েছেন জানিয়ে তিনি বলেন, "সেই থেকে আমি আমার নতুন বাড়ির লোকদের সঙ্গে শহরের বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে, নতুন শিশু আর নতুন বর-বউকে দোয়া-আশীর্বাদ করে পয়সা রোজগার করি। কখনো কখনো লোকের কাছে চেয়ে টাকা সংগ্রহ করি।" গল্পে শরীফা আরও যোগ করেন, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীরও ইচ্ছে করে সমাজের আর দশটা স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবন কাটাতে, পড়াশোনা, চাকরি, ব্যবসা করতে। কিন্তু ২০১৩ সালে সরকার তাদেরকে স্বীকৃতি দিলেও মানুষ এখনও তাদের সঙ্গে মিশতে চায় না, যোগ্যতা থাকলেও কাজ দিতে চায় না।

বিতর্কের শুরু ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এক খণ্ডকালীন শিক্ষকের বক্তব্য ধরে। সপ্তম শ্রেণির এই পাঠ্যবইয়ে থাকা ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ক অধ্যায় নিয়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক আসিফ মাহতাবের একটি দশ মিনিটের ভিডিও ভাইরাল হয়। তিনি সেই ভিডিওতে ট্রান্সজেন্ডার এবং সমকামিতা বিরোধী বক্তব্য দেন। 'মানুষ কীভাবে সমকামী হতে পারে' এবং 'একটা জাতি..একটা রাষ্ট্র কীভাবে সমকামী হতে পারে' এমন প্রশ্ন করতে দেখা যায় তাকে। সেসময় তাকে সপ্তম শ্রেণির এই বইয়ের ট্রান্সজেন্ডার বিষয়ক গল্পের পাতা ছিঁড়ে ফেলতে দেখা যায়। ভিডিও'র নয় মিনিট ১৩ সেকেন্ডের সময় বইটি দেখিয়ে তিনি বলেন, "এইটা পাবলিশড বই, ঘরে ঘরে আছে। যাদের সামর্থ আছে, তারা একটা কাজ করবেন- সেটা হচ্ছে বইয়ের দোকানে যাবেন। এই বইটা আমি ৮০ টাকা দিয়ে কিনছি। বইটা কিনবেন, কিনে এই যে দুইটা পাতা আছে 'শরীফ শরীফা', ছিঁড়বেন।" এই সময় তিনি নিজে হাতে থাকা বইটির দুইটি পাতা ছিঁড়ে দেখান। এরপর তিনি আবার বলেন, "ছিঁড়ার পরে আপনারা বইটা আবার দোকানদারকে দিয়ে দেবেন। দিয়ে বলবেন এটা অর্ধেক দামে বেচো। এতে মানুষের অ্যাওয়ারনেস হবে। অভিভাবকেরা এখন জানেন না, জানবেন।"

এই গল্পে সমকামিতা প্রসঙ্গের কোনও উল্লেখ না থাকলেও এক পর্যায়ে তিনি অভিযোগ করেন, "আমাদের দেশে সমকামিতা অবৈধ। কিন্তু এই গল্পের মাধ্যমে সমকামিতাকে বৈধ করা হচ্ছে।"এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে সপ্তম

শ্রেণির এই বইতে যে শুধু তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীদেরকে নিয়ে পাঠ বা গল্প যুক্ত করা হয়েছে, তেমন না। অধ্যায়টিতে বেদে সম্প্রদায় ও পরিচ্ছন্নকর্মীদের নিয়েও আলাদা পাঠ আছে। এছাড়া, ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন ভাষা ও ধর্মের মানুষের গল্পও এই বইতে উঠে এসেছে। গল্পের খুশি আপা যে শুধু 'হিজড়া' জনগোষ্ঠীকে চেনাতে শরীফাকে ক্লাসে নিয়ে এসেছেন, তা না। এই বইতে 'শরীফার গল্প' পাঠের আগের পাঠের নাম 'দেখে আসি বেদের বহর'। সেখানেও তিনি শিক্ষার্থীদেরকে একটা নদীর তীরে নিয়ে যান, যেখানে বেদে জনগোষ্ঠীর বসবাস। আসলে খুব সহজবোধ্য ভাষায় গল্পে গল্পে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ, তাদের রীতি-নীতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বইয়ের এই অধ্যায়টিতে।

বিতর্কের কেন্দ্র হয়ে ওঠা পাঠ্যপুস্তকের এই গল্পটি নিয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বা এনসিটিবি গত ২৩শে জানুয়ারি বিবিসি বাংলাকে বলছে, পাঠ্যক্রমের যেকোনো বিষয়বস্তু বা শিক্ষাসূচি প্রয়োজনীয় গবেষণা এবং বারংবার পর্যালোচনার পরই ছাপানো হয়। এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফরহাদুল ইসলাম সেদিন বলেছেন, "সরকার ট্রান্সজেন্ডারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তারা সমাজেরই একটা অংশ। এ বিষয়ে বই রিভিউয়ের সময় ইনক্লুশন স্পেশালিস্ট, জেন্ডার স্পেশালিস্ট ছিলেন। তিনবার বইটি রিভিউ হয়েছে। তারা সবকিছু দেখে বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন। বইতে যা দেয়া হয়েছে, তা সময়ের প্রয়োজন", বলেন অধ্যাপক ইসলাম। পাঠ্যপুস্তকের পাতা ছিঁড়ে ফেলা নিয়ে তিনি বলেন, "এ নিয়ে কে, কী করেছে, তা নিয়ে আমার কোনো মন্তব্য নেই, এটা সরকার দেখবে।" পাঁচ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি কি শুধু জাতীয় পাঠ্যক্রমের সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের আলোচিত 'শরীফার গল্প'ই পর্যালোচনা করবে? নাকি পুরো বইয়ের? এ প্রসঙ্গে এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফরহাদুল ইসলাম বলেন, "পুরো বইতে যা যা আছে, তা পর্যালোচনা করা হবে।" কবে নাগাদ পর্যালোচনা শেষ হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'অনতিবিলম্বে'। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৫.১.২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা নয়, সবার জন্য সামাজিক বিমা চালু করতে হবে : সিপিডি

'ইনসেপশন অফ সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স ফোরাম ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক সংলাপে বক্তারা বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির পরিবর্তে সামাজিক বিমা চালুর সময় এসেছে। বৃহস্পতিবার (২৫ জানুয়ারি) বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ও জিআইজেড এ সংলাপের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। সভাপতিত্ব করেন সিপিডির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য পারভীন মাহমুদ। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে রাখলেই চলবে না। তারা বলেন, এখনই সময় সামাজিক বিমা চালুর। সরকারের অ্যাকশন প্ল্যানে বিষয়টি তুলে আনা উচিত বলে মনে করেন তারা। তারা বলেন, অনেক দেশ ১০০ বছর আগে সামাজিক বিমা চালু করলেও বাংলাদেশ এক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। সেসব দেশ এখন এই ব্যবস্থার সুফল পাচ্ছে এবং বাংলাদেশের উচিত সেসব দেশের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। মূল প্রবন্ধে ড. মোয়াজ্জেম বলেন, জ্ঞানের ঘাটতি দূর করা, ফ্রেমওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট সহজতর করা, স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং থিম্যাটিক ক্ষেত্রগুলোতে অগ্রগতি ট্র্যাক করার লক্ষ্যে কাজ করে এসআইএফ (সোশ্যাল ইন্স্যুরেন্স ফোরাম)। বোধগম্যতা ও বাস্তবায়ন বাড়ানোর জন্য সাংগঠনিক ও অপারেশনাল কর্মপ্রবাহের স্পষ্টতার উপর জোর দেওয়া হবে বলে তিনি জানান। মোয়াজ্জেম আরও বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে অনেক ফাঁক-ফোকর রয়েছে, আর যাদের সামাজিক সুরক্ষা পাওয়ার কথা, তারা তা পায় না। যাদের পাওয়ার কথা নয়, তারা পায়। এ বাস্তবতায় সামাজিক বিমা চালু হলে এসব ফাঁকফোকর দূর করা সম্ভব হবে। দেশে সামাজিক নিরাপত্তা বিমা না থাকায় বিস্ময় প্রকাশ করেন আইএলওর ঢাকা অফিসের চিফ টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট সৈয়দ সাদ হোসেন জিলানি। এর জন্য তিনি মন্থর আমলাতন্ত্রকে দায়ী করেন। সরকার আট বছর আগে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করে। তবে তা বাস্তবায়নের গতি খুবই কম বলে জানান তিনি। জিলানি মূলত আমলাতন্ত্রের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবকে দায়ী করেন। 'সামাজিক বিমা সবার জন্য; এটি কেবল দরিদ্রদের জন্য নয় কারণ আমাদের প্রত্যেকে বেকারত্ব, অসুস্থতা ও বার্ধক্যের অভিজ্ঞতা হতে পারে', টেক্সটাইল ও চামড়া শিল্পের (ইআইপিএস) শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান আঘাত সুরক্ষা প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক ড সিলবিয়া পপ। অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্বে দেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন এনজিওর প্রতিনিধিরা অংশ নেন। তারা বলেন, দেশে ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্রবিমা নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে এবং অনেক পাইলট প্রকল্প চালু করা হয়েছে। বিমা কোম্পানিগুলোরও নিয়মিত মিনি ইনস্যুরেন্স প্রোডাক্ট থাকে। এসব প্রকল্প ও কাজের অভিজ্ঞতা সবার সঙ্গে শেয়ার করতে হবে, তাহলে সামাজিক বিমার কাজে গতি আসবে বলে জানান বিভিন্ন এনজিওর প্রতিনিধিরা।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৫.০১.২০২৪ এলিনা)

বিএনপি ও সমমনা দলগুলো শুক্রবার ও শনিবার কালো পতাকা মিছিল করবে

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে এবং দ্বাদশ জাতীয় সংসদ বাতিলের দাবিতে শুক্রবার সব জেলায় কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও সমমনা বিরোধী দলগুলো।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের আকাশছোঁয়া দামের প্রতিবাদে একই দাবিতে শনিবার ঢাকাসহ সব মেট্রোপলিটন শহরে একই কর্মসূচি পালন করা হবে। গণতন্ত্র মঞ্চ ছাড়াও ১২ দলীয় জোট, জাতীয়তাবাদী সমন্বয় জোট, গণঅধিকার পরিষদ, এলডিপি, লেবার পার্টি, গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য, গণফোরাম ও পিপলস পার্টি রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় পৃথকভাবে কালো পতাকা মিছিল করবে। বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, শনিবার দুপুর ২টায় নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ মিছিল করবে দলটির নেতা-কর্মীরা। তিনি বলেন, "আমরা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে (ডিএমপি) এই কর্মসূচি সম্পর্কে জানিয়েছি। আমাদের দলের ভাইস চেয়ারম্যান আইনজীবী নিতাই রায় চৌধুরী কর্মসূচি নিয়ে ডিএমপি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন।" তিনি বলেন, ডিএমপি কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিক অনুমতি না দিলেও এ কর্মসূচির প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছে। রিজভী বলেন, কালো পতাকা কর্মসূচি সফল করতে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপির নেতা-কর্মীরা সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিয়েছে।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৫.০১.২০২৪ এলিনা)

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০২৩ বিজয়ীদের নাম ঘোষণা

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০২৩ প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এবার ১৬ জনকে এ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। বুধবার (২৪ জানুয়ারি) বাংলা একাডেমির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পুরস্কাপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৪–এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। পুরস্কারের জন্য মনোনীত ব্যক্তিরা হলেন : কবিতায় শামীম আজাদ ; কথাসাহিত্যে যৌথভাবে ঔপন্যাসিক নূরুউদ্দিন জাহাঙ্গীর ও সালমা বাণী; নাটক ও নাট্যসাহিত্যে যৌথভাবে মৃত্তিকা চাকমা ও মাসুদ পথিক; শিশুসাহিত্যে তপঙ্কর চক্রবর্তী; পরিবেশ বিজ্ঞানে পক্ষীবিদ ইনাম আল হক; লোকসাহিত্যে যৌথভাবে তপন বাগচী ও সুমন কুমার দাশ; মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণায় যৌথভাবে আফরোজা পারভীন ও আসাদুজ্জামান আসাদ; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর গবেষণার জন্য সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল ও মো. মজিবুর রহমান এবং আত্মজীবনী-স্মৃতিকথা-ভ্রমণকাহিনি-মুক্তগদ্যে ইসহাক খান।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৫.০১.২০২৪ এলিনা)

প্রথম সরকারি সফর হিসেবে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ফেব্রুয়ারি মাসে জার্মানিতে অনুষ্ঠেয় নিরাপত্তাবিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের বার্ষিক সংলাপ মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার (২৫ জানুয়ারি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈশ্বিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের বিষয়টি জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, সম্মেলনের ফাঁকে যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে তা নিয়ে তার মন্ত্রণালয় কাজ করছে। এর আগে ২০১৯ সালে নিরাপত্তা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একটি কূটনৈতিক সূত্র ইউএনবিকে জানায়, বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমন্ত্রণ পেলেও নির্বাচনোত্তর তাঁর প্রথম সরকারি সফর জার্মানি দিয়ে শুরু হতে পারে। জার্মান নেতাদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক ছাড়াও সাইডলাইনে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন তিনি। ১৬ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি মিউনিখের হোটেল বেরিসচার হোফে মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলন (এমএসসি) অনুষ্ঠিত হবে। আয়োজকরা জানায়, আবারও বিশ্বের সবচেয়ে জরুরি বিষয় নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের বিতর্কের জন্য অনন্য সুযোগ দেবে এমএসসি ২০২৪। ১৯৬৩ সালের শরতে প্রতিষ্ঠিত এমএসসি পরবর্তী প্রধান সম্মেলনে ৬০তম বার্ষিকী উদযাপন করবে। প্রতি বছর নিরাপত্তা সম্মেলনের আগে প্রকাশ করা হয় মিউনিখ নিরাপত্তা প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদন মিউনিখ সম্মেলনে আলোচনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৬.০১.২০২৪ এলিনা)

সংসদ সদস্যদের শপথ নিয়ে বিতর্ক : প্রয়োজনে স্পষ্ট করার বিষয়টি দেখা হবে বলেছেন আইনমন্ত্রী

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, একাদশ জাতীয় সংসদের মেয়াদ থাকা অবস্থায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ সংক্রান্ত বিষয়ে যা হয়েছে, তা সবকিছুই সাংবিধানিকভাবে হয়েছে। তারপরও নীতিনির্ধারকেরা সংবিধানের এ সংক্রান্ত ধারায় স্পষ্ট করার প্রয়োজন মনে করলে বিষয়টি দেখা হবে। বৃহস্পতিবার (২৫ জানুয়ারি) সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ইসা বিন ইউসুফ আল-দুহাইলানের সঙ্গে বৈঠকের পর বর্তমান সংসদে এমপিদের সংখ্যা এবং এ সংক্রান্ত আইনের অস্পষ্টতার বিষয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। আনিসুল হক বলেন, "ব্যাপারটা হচ্ছে সংবিধানে এখন যা আছে, সেভাবেই দেশ চলছে এবং এটা আজকে সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয়নি। এটা চতুর্দশ সংশোধনীতে সংযোজন করা হয়েছিল। এখন যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করা হচ্ছে, এটার বোধহয় খুব একটা গুরুত্ব নেই। তারপরও আমি বলব, নীতি-নির্ধারকেরা যদি মনে করেন এখানে কিছু আরও স্পষ্ট করার প্রয়োজন আছে, সেটা দেখা যাবে।" কোন জায়গাটা স্পষ্ট করার প্রয়োজন, প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আমি এখনো জানি না। নীতি-নির্ধারকেরা প্রয়োজন বোধ করলে কোন জায়গায়, সেটা নীতি-নির্ধারকেরা সিদ্ধান্ত নেবেন। তারপর সেটা হবে। আমার মনে হয় এখন যা হয়েছে সবকিছুই সাংবিধানিক হয়েছে।" উল্লেখ্য, ১৭ জানুয়ারি (বুধবার) বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের

(বিএনপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, এ মুহূর্তে একাদশ সংসদের ৩৫০ জন আর ডামি দ্বাদশ সংসদের ২৯৮ জন মোট ৬৪৮ জন শপথবদ্ধ এমপি রয়েছেন। এখন রাষ্ট্রপতি সংসদ অধিবেশন ডাকলে দুই সংসদের সদস্যরাই তাতে যোগ দিতে পারেন। অথচ এটি সাংবিধানিকভাবে অবৈধ। তিনি বলেন, ২৯ জানুয়ারি (২০২৪) একাদশ সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়া অবধি এই অরাজকতা থাকবে। এটি একটি চরম সাংবিধানিক লঙ্ঘন। সংবিধান অনুসারে এটি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ। এ জন্য দায়ী প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতিও এ দায় থেকে মুক্ত নন। ফলে অবৈধ মন্ত্রিপরিষদের কোনো অন্যায্য আদেশ–নির্দেশ দেশের জনগণ মানতে বাধ্য নয়। রুহুল কবির রিজভী বলেন, পূর্বনির্ধারিত ফলাফলের ভোট রঙ্গ ও ভোট গণনা শেষ না হতেই ডামি এমপিদের নামে গেজেট করা, শপথ গ্রহণ, মন্ত্রিপরিষদের নাম ঘোষণা, মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণের মতো প্রক্রিয়া অভাবনীয় দ্রুততায় মাত্র চার দিনেই সম্পন্ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, একাদশ সংসদের মেয়াদ আছে ২৯ জানুয়ারি (২০২৪) পর্যন্ত। সেই সংসদ ভেঙে না দিয়েই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দ্বাদশ সংসদের সদস্যরা অবৈধভাবে শপথ নিয়েছেন। ফলে দেশে এখন দুই সংসদের সংসদ সদস্য রয়েছেন। রুহুল কবির রিজভী আরও বলেন, সংবিধানের ৭২ (৩) অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'রাষ্ট্রপতি আগে সংসদ ভেঙে না দিয়ে থাকলে প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে পাঁচ বছর অতিবাহিত হলে সংসদ ভেঙে যাবে।' সংবিধানের এই বিধানমতে, ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি শুরু হওয়া একাদশ সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ২৯ জানুয়ারি। যেহেতু রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দেননি, সে কারণে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত একাদশ সংসদের যাঁরা সংসদ সদস্য ছিলেন, তাঁরা সংসদ সদস্য হিসেবে বহাল আছেন। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৬.০১.২০২৪ এলিনা)

ড. ইউনূসকে নিয়ে লবিস্ট সমর্থিত বিবৃতি বিদেশি বিনিয়োগে প্রভাব ফেলবে না : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে 'লবিস্ট সমর্থিত' কোনো বিবৃতির কারণে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ প্রবাহের উপর কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলবে না। তিনি বলেন, "ড. ইউনূস ইস্যুতে কিছু লোক বেশ কিছু লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ করেছে। লবিস্টদের বিবৃতির কারণে বিনিয়োগে কোনো প্রভাব পড়বে না।" হাছান মাহমুদ বলেন, ড. ইউনূস বিগত ১২ বছর ধরে আলোচনায় রয়েছেন। তারপরও বাংলাদেশ এখনো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদেশি বিনিয়োগ পায়। তিনি বলেন, "বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ছে। এর সঙ্গে বিনিয়োগের কোনো সম্পর্ক নেই। এটি স্রেফ আইনি বিষয়।" ড. ইউনূসের কর্মচারীরা তাদের পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে মামলা করেছেন। সেই মামলায় সাজা দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারের এখানে কোনো পক্ষ নয়। হাছান মাহমুদ বলেন, "ড. ইউনূসের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলতে চাই, তার কর্মচারীরা মামলাটি দায়ের করেছেন। সরকার এখানে কোনো পক্ষ নয়। এটা আদালতের সিদ্ধান্ত। সরকার এতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।" উল্লেখ্য, ১ জানুয়ারি (২০২৪) শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় ড. ইউনূস ও গ্রামীণ টেলিকমের তিন শীর্ষ কর্মকর্তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন আদালত। মামলার অন্য অভিযুক্তরা হলেন- গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আশরাফুল হাসান, ট্রাস্টি নূরজাহান বেগম এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম. শাহজাহান। তাদের বিরুদ্ধে গ্রামীণ টেলিকমের কিছু শ্রমিক-কর্মচারীকে স্থায়ী না করা, সরকারি ছুটি নগদায়ন না করা এবং শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে নির্দিষ্ট লভ্যাংশ জমা না দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়। ৮৪ পৃষ্ঠার রায়ে বিচারক বলেন, তাদের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। তবে আদালত তাদের শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন। শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে ২০২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর এই মামলা দায়ের করেছিলো কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। ড. ইউনূস দাবি করেন, তিনি এমন একটি অপরাধের জন্য শাস্তি পেয়েছেন যা তিনি করেননি। শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর ড. ইউনূস সাংবাদিকদের বলেন, "আমি এমন একটি অপরাধের জন্য শাস্তি পেয়েছি, যা আমি করিনি। আপনি যদি এটাকে ন্যায়বিচার বলতে চান, বলতে পারেন।" (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৬.০১.২০২৪ এলিনা)

বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রের বকেয়া পরিশোধের জন্য ব্যাংকের সঙ্গে সরকারের বন্ড চুক্তি সই

বাংলাদেশের বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া পরিশোধের জন্য বিশেষ বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে টাকার ব্যবস্থা করছে বাংলাদেশ সরকার। এ লক্ষ্যে সিটি ব্যাংক ও পূবালী ব্যাংকের সঙ্গে বন্ডবিষয়ক চুক্তি করেছে বাংলাদেশ সরকার। বুধবার (২৪ জানুয়ারি) সচিবালয়ে বিদ্যুৎ খাতের আর্থিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে সমন্বিত এ চুক্তি সই করা হয়। সিটি ব্যাংকের অনুকূলে ১ হাজার ৯৮৫ কোটি টাকার এবং পূবালী ব্যাংকের অনুকূলে ৭৭ কোটি ৫০ লাখ টাকার বন্ড চুক্তি করে সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে ভর্তুকির টাকা দিতে পারছিল না সরকার। এ কারণে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোও দেনা শোধ করতে পারছিল না। ফলে কোনো কোনো বিদ্যুৎকেন্দ্র ঋণখেলাপি হয়ে পড়েছিল। এ সংকট মোকাবিলায় সরকার ৮ শতাংশ হারে স্পেশাল বন্ড ইস্যু করছে, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত রেপো রেটের সমান। ভবিষ্যতে রেপো হারের যেকোনো উত্থান-পতনের সঙ্গে একইভাবে বন্ডের সুদের হার সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে। মেয়াদ শেষে সরকার সুদসহ ব্যাংকের পাওনা মিটিয়ে দেবে এবং পরে এসব বন্ড পুনরুদ্ধার করবে। সাধারণ ১৫-২০ বছর মেয়াদি বন্ডের বিপরীতে, এই বিশেষ বন্ডগুলোর সর্বোচ্চ মেয়াদ ১০ বছর। বিদ্যুৎ খাতের জরুরি প্রয়োজনেই এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সামিট

পাওয়ার, ইউনাইটেড পাওয়ার, কনফিডেন্স পাওয়ার, বারাকা, কুশিয়ারা, ডরিন ও অ্যাক্রন পাওয়ারসহ বিদ্যুৎ খাতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোর পাওনা পরিশোধ করা হবে এই অর্থের মাধ্যমে। অর্থ বিভাগ এ খাতের বকেয়া আরও নিরসনে ব্র্যাক ব্যাংক ও ব্যাংক এশিয়াসহ অন্য ব্যাংকের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে চুক্তির পরিকল্পনার কথাও জানিয়েছে। চুক্তির গুরুত্ব নিয়ে বেশ কয়েকটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকেরা আশাবাদী। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ২৫.০১.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

গুজব ও অপতথ্যকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে : তথ্য প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেছেন, সরকার অথবা মন্ত্রণালয়ের কোনো কাজে যদি বিচ্যুতি বা ব্যর্থতা থাকে তা অবশ্যই সমালোচনা হবে। তবে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সমালোচনা করতে হবে। গণমাধ্যমসহ সবার মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে বলেও জানান তিনি। বিস্তারিত জানাচ্ছেন ঢাকা থেকে আমাদের সংবাদদাতা :

গুজব ও অপতথ্যমুক্ত গণমাধ্যম নিশ্চিতে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে টেলিভিশন ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অ্যাটকো'র সাথে আয়োজিত সভায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, সরকার অথবা মন্ত্রণালয়ের কোন কাজে যদি কোন বিচ্যুতি বা ব্যর্থতা থাকে, তা অবশ্যই সমালোচনা হবে। তবে, সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সমালোচনা করতে হবে। আর সেই সমালোচনা যেন সঠিক তথ্যের উপর হয়, সেই বিষয়টিতে জোর দিতে চাই। গণমাধ্যমসহ সবার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে বলেও জানিয়েছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী। মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেন, অনেক সময় মিথ্যা তথ্যের চেয়ে অর্ধসত্য তথ্য অনেক বিপজ্জনক হয়। পূর্ণাঙ্গ চিত্র না তুলে ধরে পারশিয়াল একটা ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করলে অডিয়েন্স কিন্তু বিভ্রান্ত হয়। গণমাধ্যম সরকারকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনবে এটাই কাম্য এবং আমরা জবাব দেব এমনটা জানিয়েছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী, (স্বকণ্ঠে) : গুজব এবং রিউমার বা অপতথ্যমুক্ত গণমাধ্যম, যেখানে শুধু তথ্যের অবাধ প্রবাহ থাকবে এবং সরকার বা অথরিটিকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে এবং সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ারে স্পেসটাও থাকতে হবে। সমালোচনা বা ক্রিটিসিজমের জায়গা বা সেই স্পেস থাকতে হবে। (রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২৫.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

চা উৎপাদনে ১৭০ বছরের রেকর্ড গড়ল বাংলাদেশ, দাম না বাড়ায় চাষিরা হতাশ

চা উৎপাদনে ১৭০ বছরের ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। ২০২৩ সালে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৯ লাখ কেজি বেশি চায়ের উৎপাদন হয়েছে। তবে চায়ের দাম না বাড়ায় চাষিরা হতাশা প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে এখন রয়েছে ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা পাঠানো প্রতিবেদন :

দেশে এক বছরে ১০ কোটি ২৯ লাখ কেজি বেশি চা উৎপাদন করে ১৭০ বছরের ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ। কয়েক বছর ধরে ১০ কোটি কেজি চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও এবারই প্রথম লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এমন সফলতা এসেছে। ২০২৩ সালে দেশের বাগানগুলো থেকে চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০ কোটি ২০ লাখ কেজি। এবার লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও ৯ লাখ কেজি বেশি চা উৎপাদিত হয়েছে। এতে নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যায়, নতুন রেকর্ড সৃষ্টিতে বাংলাদেশের চা শিল্প ১৭০ বছরের ইতিহাসে বিশাল একটি অর্জন করেছে। তবে পর্যাপ্ত দাম না পাওয়ায় অনেকটাই রয়ে গেছে অবিক্রিত। ১৮৫৭ সালে সিলেটের মালিনী ছড়ায় দেশের প্রথম বাণিজ্যিক চায়ের উৎপাদন শুরু হয়। সেই ধারাবাহিকতায় চা চাষের বিস্তার বেড়েছে সারা দেশেই। দেশের ১৬৮টি চা বাগান ও কয়েক হাজার ক্ষুদ্র চা চাষির মাঝে এখন তা অনেকটাই সম্প্রসারিত হয়েছে। খরা ও বিরুপ আবহাওয়ায় চা বোর্ডের বাড়তি নজরদারীতে, চায়ের উৎপাদন হয়েছে ১০ কোটি ২৯ লাখ কেজি। এমনটা জানিয়েছেন বাংলাদেশ চা গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক মো. ইসমাইল হোসেন (স্বকণ্ঠে) : বাগান মালিক এবং সর্বোপরি চাষ শ্রমিক ভাইয়েদের এবং চাষ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট যারা আছেন, বিশেষ করে ক্ষুদ্র চা চাষি সকলেরই আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এ উৎপাদন ধরে রাখতে পরিশ্রম করেছেন চা শ্রমিকরাও। কারণ খরা মোকাবেলায় চা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও চা বিজ্ঞানীদের নির্দেশনা মাঠে বাস্তবায়ন করেছেন শ্রমিকরা। জনৈক ব্যক্তি, (স্বকণ্ঠে) : চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে আমরা পুরো বছর ধরেই বাগান গুলোতে সার্ভিস দিয়ে আসছি। ফলে আমাদের উৎপাদন ১০০ মিলিয়ন কেজি ছাড়িয়ে আমরা ১০২ মিলিয়ন কেজি উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছি। এদিকে, উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও খুশি নন সিলেট চা সংসদের চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ শিবলী, (স্বকণ্ঠে) : নকল চা বাজারে আসার ফলে আমরা ওয়ার্ল্ড কোয়ালিটির চাগুলোর পর্যাপ্ত দাম পাচ্ছি না। মৌলভীবাজার কমলগঞ্জ শ্রী গোবিন্দপুর চা বাগানের মালিক মহসিন মিয়া মধু বলেছেন (স্বকণ্ঠে) : যে পরিমাণ চা উঠেছিল ঠিক সেই পরিমাণ চা বিক্রি হয় নাই। কিছু নিম্নমানের কম দামের চায়ের জন্য ভালো চায়ের মূল্যায়ন হচ্ছে না। আর বাংলাদেশ চা বোর্ড প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিটের পরিচালক ড. রফিকুল হক জানান, তাদের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পাশাপাশি প্রয়োজন চায়ের ক্ষুদ্রায়তন চাষ বৃদ্ধি।

(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ২৫.০১.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

ডয়চে ভেলে

পানির মাছ পানিতে, আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র আওয়ামী লীগে

এবার সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকায় কি আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের দেখা যেতে পারে ? সেই হিসেবে তারা সংরক্ষিত নারী আসনেও নিজেদের 'হিস্যা' চাইতে পারেন ? দলীয় আনুগত্য, সাংবিধানিক অধিকার এবং 'পানির মাছ পানিতেই স্বচ্ছন্দ'- এই তিন কারণে সেই সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন তারা। আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরা আওয়ামী লীগের সঙ্গেই থাকতে চান। তারা চান আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হতে। রবিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর দাওয়াতে তাদের এই 'মনের কথা তুলে ধরবেন তারা। সংরক্ষিত নারী আসনের ব্যাপারে তারা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই মেনে নেবেন বলে ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন।

৬২ জন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যের মধ্যে দুই-একজন এই চিন্তার বাইরে আছেন। তারা অবশ্য আওয়ামী লীগ দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। এরকম সংসদ সদস্য আছেন তিন জন। তারা হলেন হলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ আসনের সৈয়দ এ কে এম একরামুজ্জামান সুখন। তিনি বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ছিলেন। নির্বাচনে অংশ নেয়ায় তাকে বহিস্কার করা হয়। সিলেট-৫ আসনের মাওলানা মোহাম্মদ হুছামুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলি। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন। আর লতিফ সিদ্দিকী আওয়ামী লীগ থেকে বহিস্কৃত। তিনি টাঙ্গাইল-৪ আসনে বিজয়ী হয়েছেন। সিলেট-৫ আসনের নির্দলীয় স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মাওলানা মোহাম্মদ হুছামুদ্দিন চৌধুরী ফুলতলি বলেন, ''মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দাওয়াত দিয়েছেন, অবশই যাবো। তার কথা শুনবো তিনি কী বলেন। আমার দিক থেকে কোনো কথা বলার নেই। তবে আমি তো আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না। তাই স্বতন্ত্রই থাকতে চাই। স্বতন্ত্র থাকাই ভালো মনে করছি।" স্বতন্ত্রদের কোটায় সংরক্ষিত নারী আসন নিয়ে কোনো চিন্তা আছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলে, "এটা নিয়ে আমাদের স্বতন্ত্রদের মধ্যে কোনো আলোচনা হয়নি । আর প্রকৃত অর্থে স্বতন্ত্র তো মাত্র তিন জন। আমরা কী পাবো ? বাকি সবাই তো আওয়ামী লীগ।" টাঙ্গাইল-৫ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ছানোয়ার হোসেন। তিনি একাদশ সংসদে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হলেও এবার মনোনয়ন না পেয়ে 'স্বতন্ত্র' হিসেবে নির্বাচন করে জয়ী হন। তার কথা, "আমাদের কোথায় রাখবেন সে সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী দেবেন। আমরা তো আওয়ামী লীগের পদে আছি। মনোনয়ন পাইনি, কিন্তু তার অনুমতি নিয়েই স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছি। এখন আমরা সবাই দলেই ফিরতে চাই। আমরা আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলে থাকতে চাই।" তিনি বলেন, "নির্বাচনকে সফল করতে ও ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে প্রধানমন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে আমরা সহযোগিতা করেছি। তার রাজনৈতিক চিন্তা অসাধারণ। তিনিই আমাদের আস্থার জায়গা।" তিনি জানান, আওয়ামী লীগের যারা স্বতন্ত্র হিসেবে পাস করেছেন তারা সবাই আওয়ামী লীগেই থাককে চান, কারো ভিন্ন চিন্তা আছে বলে তার জানা নেই।

বরিশাল-৪ আসনে স্বতন্ত্র হিসেবে বিজয়ী আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা পংকজ নাথ বলেন, "আমরা তো আওয়ামী লীগের অনুমোদিত স্বতন্ত্র। আমি নিজে চাই আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হিসেবে থাকতে। আমার মতো আর সবাইও তাই চায়। ৬২ জনের মধ্যে স্বতন্ত্র তো আসলে তিন জন। বাকি সবাই তো আওয়ামী লীগ। এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যা ভালো মনে করেন আমরা সেভাবেই কাজ করবো। আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র এমপিরা কয়েকটি কারণে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সঙ্গে থাকতে চান। প্রথমত, তারা স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হলেও তাদের মধ্যে মাত্র দুই জনের দলের কোনো পদ নেই। বাকিদের সবাই থানা, জেলা বা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন। ঐ দুইজন আওয়ামী পরিবারের হলেও দলের পদে নেই। তারা হলেন পিরোজপুর-৩ আসনে জয়ী শামীম শাহনেওয়াজ। তার ভাই মঠবাড়িয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুর রহমান মনোনয়ন পেয়েছিলেন। জাতীয় পার্টিকে আসন ছাড়ায় নৌকা হারান। শামীম শাহনেওয়াজ স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে এমপি হয়েছেন। আর জাতীয় পার্টির সঙ্গে সমঝোতার কারণে গাইবান্ধা-১ আসনের নৌকার প্রার্থী আফরোজা বারী প্রার্থিতা প্রত্যাহার করায় তার মেয়ে আবদুল্লাহ নাহিদ নিগার স্বতন্ত্র প্রার্থী হন। আফরোজা বারী সুন্দরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। নাহিদ নিগারের দলে কোনো পদ নেই। যারা পদ আছেন, তারা স্বতন্ত্র এমপি হওয়ার পর দলে তাদের অবস্থান ধরে রাখতে এখন আওয়ামী লীগের এমপি হিসেবে থাকতে চান। তা না হলে স্থানীয় রাজনীতিতে তারা কোণঠাসা হয়ে পড়তে পারেন। আর আওয়ামী লীগের এমপি হলে বরাদ্দ, এলাকার উন্নয়ন, প্রভাব- এইসব বিষয়ে এগিয়ে থাকবেন। এছাড়া সামনে যদি মন্ত্রিসভার আকার বড় হয়, সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান এবং সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চেয়ারম্যানসহ নানা সুযোগ এখনো অপেক্ষা করছে। 'আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র'রা এসব মিলিয়ে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য হিসেবেই থাকতে চান। মাদারীপুর-৩ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মোসাম্মাত তাহমিনা বেগমের কথা, "আমি আওয়ামী লীগে ছিলাম, আওয়ামী লীগেই থাকতে চাই। এটাই প্রধানমন্ত্রীকে রবিবার বলবো। বিশেষ কারণে জনগণের দাবির মুখে স্বতন্ত্র হয়েছি। জনগণ আমাকে ভোট দিয়ে এমপি করেছে।" তিনি এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, "যদি আওয়ামী লীগে না নেয় তাহলে স্বতন্ত্র থাকবো। বিরোধী দলে যাবো না। কেউ যেতে চাইলে তারা যাক, আমি যেতে পারি না।"

এদিকে, ঢাকা-৪ আসন থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে জেতা আওয়ামী লীগ নেতা ড. আওলাদ হোসেন বলেন, "আমি হলাম আপদমস্তক আওয়ামী লীগ। কীসের স্বতন্ত্র ? আমি তো আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলে যেতে চাই। আমি পানির মাছ পানিতে থাকতে চাই। এখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকে তাকিয়ে আছি।" সংসদে সরাসরি ৩০০ আসনে নির্বাচনের

পর এখন ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন হবে। সংসদ সদস্যদের ভোটে নারী সংসদ সদস্য নির্বাচনের বিধান থাকলেও ঐভাবে ভোটে নির্বাচিত করার নজির নেই। সমঝোতার ভিত্তিতেই নারী সংসদ সদস্য কারা কতজন পাবেন তা নির্ধারিত হয় এবং সেইভাবে ৫০টি আসনে ৫০ জনই প্রার্থী হন এবং সবাই পাস করেন। সেই হিসাবে ছয় জন সংসদ সদস্যের বিপরীতে একজন নারী সংসদ সদস্য হন। সেই হিসেবে স্বতন্ত্ররা ১০ জন নারী সংসদ সদস্য পাবেন। কিন্তু এ ব্যাপারে স্বতন্ত্ররা নিজেদের মধ্যে কোনো আলাপ-আলোচনা এখনো করেননি। এ ব্যাপারে মাদারীপুর-৩ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য মোসা. তাহমিনা বেগম বলেন, "রবিবারে দেখি প্রধানমন্ত্রী কী করেন। তিনি যেভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন, সেভাবেই হবে। আমরা স্বতন্ত্ররা এটা নিয়ে আলোচনা করিনি।"

স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ড. আওলাদ হোসেন বলেন, "আমাদের যদি আওয়ামী লীগে নিয়ে নেয়, তাহলে তো আর কোনো কথা নেই। তখন প্রধানমন্ত্রীই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবেন। আর আমাদের আলাদা রাখলেও তিনি নিশ্চয়ই একটা দিক নির্দেশনা দেবেন। আমরা সেভাবেই কাজ করবো।" তবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের হুইপ নজরুল ইসলাম বাবু এমপি বলেন, ''এখন পর্যন্ত যা তথ্য রয়েছে তাতে স্বতন্ত্রদের স্বতন্ত্রই রাখা হতে পারে। নারী আসন তারা যে কয়টা পান তাদের সেই কয়টা দেয়া হবে। তারা সমঝোতা করে ঠিক করবেন কাদের নারী সংসদ সদস্য বানাবেন। আর তারা সঝোতায় আসতে না পারলে নিশ্চয়ই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা দিকনির্দেশনা দেবেন।" তার কথা, ''রবিবারের বৈঠকে স্বতন্ত্রদের ডাকার কারণ হলো সংসদে তাদের অবস্থান কী হবে, তাদের নারী কোটার সংসদ সদস্য- এসব বিষয়ে আলোচনা করা। প্রধানমন্ত্রী তাদের কথা শুনে সব ঠিক করে দেবেন।" তিনি আরো বলেন, "আমি যা জানি, তা হলো, জাতীয় পার্টিই সংসদে বিরোধী দল হবে।"

আর সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার তানজীব উল আলম বলেন, ''এখন একটি আশঙ্কা আছে যে, স্বতন্ত্র ছয় জন এমপি মিলে একজন নারী সংসদ সদস্য ঠিক করলে তা অর্থের বিনিময়েও হতে পারে। তাহলে তো সেটা অন্যরকম হয়ে গেল। আর সরাসরি ভোটে গেলে তো যাদের সংসদ সদস্য বেশি তারা সব পাবে। আমরা মনে হয় সব দিক রক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী স্বতন্ত্রদের সঙ্গে একটা সমঝোতা করবেন। স্বতন্ত্রদের কাছ থেকে 'পাওয়ার' নিয়ে পরে তিনি তাদের কোটার নারী এমপি ঠিক করে দিতে পারেন। কারণ, স্বতন্ত্ররা ছয় জন ছয় জন করে সমঝোতা করে ১০ জন নারী সংসদ সদস্য ঠিক করতে পারবেন বলে মনে হয় না।" আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "স্বতন্ত্রদের প্রধানমন্ত্রী চাইলে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলে নিতে পারেন। কারণ, তারা তো সবাই আওয়ামী লীগের পদে আছেন। আবার বিরোধী দলেও বসাতে পারেন, স্বতন্ত্রও রাখতে পারেন। আইনে কোনো বাধা নেই। পুরোটাই এখন প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিষয়।

এদিকে, জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, "আমরা মনে করি, আমরাই বিরোধী দল। কিন্তু সেটা তো স্পিকারের এখতিয়ার। তিনি এখনো আমাদের বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। কাউকেই দেননি। যদিও আমাদের বিরোধী দল হওয়ার আনঅফিসিয়ালি ইঙ্গিত আছে। রবিবারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে স্বতন্ত্রদের বৈঠকের পর বোঝা যাবে কারা সংসদে বিরোধী দল হবে। আসলে এটা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে।"

আগামী ৩০ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশন ডাকা হয়েছে। অধিবেশন শুরুর আগেই বিরোধী দল ঠিক হওয়ার কথা। আর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলের সরকারি গেজেট প্রকাশের পর ৯০ দিনের মধ্যে সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। গত ৯ জানুয়ারি নির্বাচনে বিজয়ীদের গেজেট প্রকাশিত হওয়ায় আগামী ৮ এপ্রিলের মধ্যে এ নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে।

(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ২৫.১.২৪ রিহাব)

এনএইচকে

ভারতে মিয়ানমারের সামরিক বিমানের রানওয়ে অতিক্রম করে অবতরণ

মিয়ানমারের একটি সামরিক বিমান উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি বিমানবন্দরে রানওয়ে অতিক্রম করে অবতরণ করলে অন্তত ৮ জন ক্রু সদস্য আহত হয়েছেন। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম বলছে, মিয়ানমারের যুদ্ধ এলাকা থেকে পালিয়ে আসা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের দেশে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য বিমানটি পাঠানো হয়েছিল। মিয়ানমারের সাথে সীমান্ত ভাগাভাগি করে নেয়া ভারতের মিজোরাম রাজ্যের লেংপুই বিমানবন্দরে মঙ্গলবার সেই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ বলছে ১৪ জন আরোহী বিমানে ছিলেন এবং আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মিয়ানমারের সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে যে সশস্ত্র কয়েকটি বিরোধী দল চলতি মাসে সীমান্তের কাছে একাধিক সামরিক চৌকির নিয়ন্ত্রণ দখল করে নেয়ার পর ২৫০ জনের বেশি সৈন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে। ২০২১ সালে সামরিক জান্তার ঘটানো অভ্যুত্থানের পর মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এবং সশস্ত্র বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সংঘাত অব্যাহত আছে।

(এনএইচকে ওয়েব পেজ : ২৫.০১.২০২৪ এলিনা)

রেডিও টুডে

উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে চীন আরও বড় পরিসরে এগিয়ে আসবে বলে আশা প্রকাশ শেখ হাসিনার

নতুন সরকারের মেয়াদে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে চীন আরও বড় পরিসরে এগিয়ে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির

আন্তর্জাতিক বিভাগের ভাইস মিনিস্টার সান হাইয়ান আজ সকালে তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে শেখ হাসিনা এই আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ও কৌশলগত অংশীদার চীন। আমরা আশা করি নতুন সরকারের মেয়াদে চীন আমাদের বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে অতীতের চেয়ে বেশি সহায়তা করবে। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

মুহাম্মদ ইউনূস এর কারণে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে কোন প্রভাব পড়বে না : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

নোবেল জয়ী মুহাম্মদ ইউনূস এর কারণে দেশে-বিদেশি বিনিয়োগে কোন প্রভাব পড়বে না বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। তিনি বলেছেন, ডক্টর ইউনূস এর কারণে বিনিয়োগ কোন প্রভাব পড়বে না। কারণ তার প্রতিষ্ঠানের সঠিক পাওনা দেয়নি তাই মামলা হয়েছে। সরকারের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। বৃহস্পতিবার দুপুরে ফ্রান্স ও জার্মানির রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠকের পর এ কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

সরকার পরিকল্পিতভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করছে : রিজভী

সরকার পরিকল্পিতভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী। বৃহস্পতিবার দুপুরে নয়া পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিযোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, সুপরিকল্পিত অপকৌশল গ্রহণ করে গোটা জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে যাচ্ছে সরকার। নতুন কারিকুলামে স্বাস্থ্য শিক্ষার নামে যৌন শিক্ষামূলক ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে কিশোর মনকে বিকৃত করা হচ্ছে। এ সময় তিনি আরও বলেন, সাত জানুয়ারি পুতুল খেলার নির্বাচন করেছে শেখ হাসিনা সরকার। এখন অভিনন্দন ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। বাকশাল কীভাবে হয়েছে তা কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাকই পরিষ্কার করেছেন।
(রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

নীতি নির্ধারকরা চাইলে ৬৪৮ জন সংসদ সদস্যের বিষয়টি স্পষ্ট করার উদ্যোগ নেয়া হবে : আইনমন্ত্রী

এখন দেশে ৬৪৮ জন সংসদ সদস্য রয়েছে বলে যে আলোচনা চলছে নীতি নির্ধারকরা চাইলে বিষয়টি স্পষ্ট করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ঈসা বিন ইউসুফ আল দুহাইলান এর সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

অবৈধভাবে চাল মজুদ করলে জরিমানা অথবা মামলা দিয়ে জেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী

অবৈধভাবে চাল মজুদ করলে মজুদদারদের জরিমানা অথবা মামলা দিয়ে জেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। তিনি বলেন, তারা যে দলের, যার আত্মীয়ই হোক না কেন কোন ছাড় দেয়া হবে না। বৃহস্পতিবার সকালে রাজশাহী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও মহাসচিবের স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ তুলে ৬৭১ নেতাকর্মীর পদত্যাগ

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের ও মহাসচিব মজিবুল হক চুন্নুর স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ তুলে দলটির ঢাকা মহানগর উত্তরের দশটি থানার ৬৭১ নেতাকর্মী পদত্যাগ করেছেন। বৃহস্পতিবার বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে করে এই গণপদত্যাগের ঘোষণা দেন জাপা ঢাকা মহানগর উত্তরের সদ্য বহিষ্কৃত আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম সেন্টু। তিনি বলেন, পর্যায়ক্রমে আরও নেতা পদত্যাগ করবেন। (রেডিও টুডে: ১৮৪৫ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ রুবাইয়া)

মানবাধিকার সুরক্ষায় অগ্রাধিকার দিতে বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদের

মানবাধিকার সুরক্ষায় অগ্রাধিকার দিয়ে বড় ধরনের সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণে উদ্যোগী হতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের একদল বিশেষজ্ঞ। তারা বলেছেন, বাংলাদেশে বিদ্যমান দমনমূলক পরিস্থিতি থেকে সরে এসে অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক ও সংলাপের পথে ফিরতে ঐ সংস্কার করতে হবে। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে বুধবার প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই আহ্বান জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে আটক বিরোধী দলের ২৫ হাজার নেতাকর্মীকে মুক্তির আহ্বান জানানো হয়। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের উপর আক্রমণ, হয়রানি ও ভয়-ভীতি দেখানোর ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন।
(রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ আসাদ))

প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর ও ইউএনডিপির প্রশাসক

টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাভ শোলজ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আবারও দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি আরো বলেন, আমি আপনার সামনের

দিনগুলোর কাজের জন্য আপনার সামর্থ্য ও সার্বিক সাফল্য কামনা করি। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বাসস এর এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানা গেছে। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আরো অভিনন্দন জানিয়েছে ইউএনডিপি। প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক বার্তায় ইউএনডিপির প্রশাসক আচিম স্টেইনার বলেছেন পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় ইউএনডিপি এর পক্ষ থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ আসাদ)

বড় পুকুরিয়া কয়লা খনির নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ

২০০৯ সালের সার্কুলারের পর বন্ধ হয়ে থাকা বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির ড্রাইভার, এমএলএসএস পদে ৮৬ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ। বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি কর্তৃপক্ষের রিভিউ খারিজ করে বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এই আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন জোষ্ঠ আইনজীবী শাহ মনজুরুল হক। কয়লা খনির পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার এ. এম. মাসুম। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ আসাদ)

শিশু আয়ানের মৃত্যুর ঘটনার বিষয়ে শুনানি আগামী রবিবার

রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজে চিকিৎসায় গুরুতর অবহেলায় শিশু আয়ানের মৃত্যুর ঘটনায় তার পরিবারকে ৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে কেন নির্দেশ দেয়া হবে না তা জানতে চেয়ে জারি করা রুল ও আয়ানের মৃত্যুর ঘটনা অনুসন্ধান করার নির্দেশনার বিষয়ে হাইকোর্টের শুনানির কথা ছিল আজ। তবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তদন্তের কোন অগ্রগতি প্রতিবেদন হাইকোর্টে জমা না দেওয়ায় এ বিষয়ে শুনানি হয়নি। তদন্ত প্রতিবেদন জমা ও আদেশের জন্য আগামী রবিবার নতুন দিন ঠিক করেছেন আদালত। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ আসাদ)

দেশে আজ তিনটি জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস

দেশের তিনটি জেলায় আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এসব জেলাগুলো হলো নওগাঁ, রংপুর ও কুড়িগ্রাম। আজ দেশের অন্যান্য স্থানের মত ঢাকাতেও বেড়েছে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। আজ এই তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৪. ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল বুধবার ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ আসাদ)

জাগো এফএম

নীতি নির্ধারকরা চাইলে ৬৪৮ জন সংসদ সদস্যের বিষয়টি স্পষ্ট করার উদ্যোগ নেয়া হবে : আইনমন্ত্রী

এখন দেশে ৬৪৮ জন সংসদ সদস্য রয়েছেন বলে যে আলোচনা চলছে নীতি-নির্ধারকরা চাইলে সংবিধানের সেই বিষয়ে স্পষ্ট করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। এখন যা হয়েছে সবকিছুই সাংবিধানিক হয়েছে বলেও জানান আইনমন্ত্রী। আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ইসা বিন ইউসুফ আল-দুহাইলানের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন। বলা হচ্ছে সংসদে ৬৪৮ এমপি এখন। এটা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। মন্ত্রীরা যখন শপথ নেন তখন আগের মন্ত্রিসভা বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু সংসদ সদস্যরা শপথ নিলেও আগের সংসদ বাতিল হয় না। সেক্ষেত্রে আইনের অস্পষ্টতা আছে বলে আপনি মনে করেন কি না, সেটি স্পষ্ট করার উদ্যোগ নেওয়া হবে কি না, জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী বলেন, 'ব্যাপারটা হচ্ছে সংবিধানে এখন যা আছে, সেভাবেই দেশ চলছে এবং এটা আজকে সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয়নি। এটা চতুর্দশ সংশোধনীতে সংযোজন করা হয়েছিল। এখন যে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করা হচ্ছে, এটার বোধহয় খুব একটা গুরুত্ব নেই। তারপরও আমি বলবো, নীতি-নির্ধারকরা যদি মনে করেন এখানে কিছু আরো স্পষ্ট করার প্রয়োজন আছে, সেটা দেখা যাবে। কোন জায়গাটা স্পষ্ট করার প্রয়োজন, এ বিষয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, আমি এখনো জানি না। নীতি-নির্ধারকরা প্রয়োজন বোধ করলে কোন জায়গায় সেটা নীতি-নির্ধারকরা সিদ্ধান্ত নেবেন। তারপর সেটা হবে। আমার মনে হয় এখন যা হয়েছে সবকিছুই সাংবিধানিক হয়েছে।'
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক মুক্ত ঘোষণার উদ্যোগ নেওয়া হবে : পরিবেশমন্ত্রী

একশো দিনের কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে সচিবালয়কে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক মুক্ত ঘোষণার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী। আজ বৃহস্পতিবার পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ১০০ কর্মদিবসের অগ্রাধিকার কর্মপরিকল্পনা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী এ কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, 'সচিবালয়ে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক অর্থাৎ একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ফ্রি ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা জারি করা হবে।' দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা তুলে ধরে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন সচিব ফারহিনা আহমেদ বলেন, 'বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি জমি রক্ষার্থে সরকারি নির্মাণে ১০০ শতাংশ ব্লক ব্যবহারে সংশোধিত রোডম্যাপ অনুমোদন। বায়ু দূষণের প্রতিটি উৎস থেকে সৃষ্ট দূষণ মোকাবিলায় ন্যূনতম একটি করে কার্যক্রম

গ্রহণ। বায়ু দূষণ রোধে দেশব্যাপী ন্যূনতম ৫০০ অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হবে।' শব্দ দূষণ বিধিমালা, ২০০৬ হালনাগাদ করার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

অপতথ্যমুক্ত গণমাধ্যম চাই : তথ্য প্রতিমন্ত্রী

গুজব ও অর্ধসত্য তথ্য গণতন্ত্র, গণমাধ্যম, সরকার, রাজনীতির কোনো কল্যাণে আসে না উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত বলেন, 'আমরা গুজব ও অপতথ্যমুক্ত গণমাধ্যম চাই।' আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে টেলিভিশন চ্যানেল মালিকদের সংগঠন অ্যাটকো নেতাদের সঙ্গে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমরা চাই গুজব ও রিউমার বা অপতথ্যমুক্ত গণমাধ্যম। যেখানে শুধু তথ্যের অবাধ প্রবাহ থাকবে। সরকার বা অথরিটিকে অবশ্যই প্রশ্ন করবে এবং সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুযোগ থাকতে হবে। শুধু প্রশ্ন না, সমালোচনা বা ক্রিটিসিজমের সুযোগ থাকতে হবে আমরা এটা চায়। তবে সেই ক্রিটিসিজম যেন সঠিক তথ্যের উপর হয়, সেই বিষয়ে আমরা জোর দিতে চাই।' তিনি বলেন, 'প্রথম যে কেবিনেট মিটিং হয়েছে সেখানে প্রধানমন্ত্রী আমাদের একটা কথা বলেছেন। উনি বলেছেন, অনেক ক্ষেত্রে সমালোচনা হবে, আমরা যারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়েছি। কিছু কিছু সমালোচনা হয় সঠিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে, সেখান থেকে আমাদের যে ধরনের ব্যর্থতা বা বিচ্যুতি আছে সেটা জেনে নেওয়া। জেনে নেওয়ার পর সেগুলো শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।' তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী ক্রিটিসিজমের বিপক্ষে না। কিন্তু উনি চান ক্রিটিসিজম হোক সঠিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে। অনেক সময় মিথ্যা তথ্যের চেয়ে অর্ধসত্য অনেক বিপজ্জনক। পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে না ধরে পারসিয়াল একটা ইনফরমেশনের উপর ভিত্তি করলে অডিয়েন্স কিন্তু বিভ্রান্ত হয়।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

জরুরি আমদানিতে ভারতের কাছে পণ্যের তালিকা দেবে সরকার : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, 'ভারত সরকারের কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের একটি তালিকা দেবে সরকার। যাতে করে জরুরি মুহূর্তে পেঁয়াজ, চিনি, আদা-রসুন ইত্যাদি আমদানি করা যায়। ভারত বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু। ভারত যেকোনো সংকটে বাংলাদেশের পাশে ছিল এবং ভবিষ্যতে থাকবে।' আজ বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা। সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি। এ সময় পণ্যের একটি তালিকা দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য একটি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত করার উপর গুরুত্বাপরোপ করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'দুইদেশের মধ্যকার আমদানি-রপ্তানি পরিসংখ্যান তুলে ধরে ভারত সরকারকে বাংলাদেশ থেকে আরো বেশি পণ্য আমদানি করার আহ্বান জানানো হয়েছে।' বিশেষ করে ভারতের সেভেন সিস্টার্সের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করে বাংলাদেশি পণ্য প্রবেশের সুযোগ তৈরির অনুরোধ জানান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'উভয় দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য বর্ডার হাটগুলোকে আরো সক্রিয় করতে হবে।' এসময় মৌলভীবাজারে একটি বর্ডার হাট উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে জানালে ভারতীয় হাইকমিশনার যৌথভাবে উদ্বোধন করতে সম্মত হন। এছাড়া নতুন করে বর্ডার হাট চালুর লক্ষ্যে সম্ভাব্য স্থানগুলো চিহ্নিত করতে একসঙ্গে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি চর্চায় সম্পৃক্ত হতে হবে : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

পরিবর্তিত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় সম্পৃক্ত হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী রুমানা আলী। তিনি বলেন, 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব নব আবিষ্কারে আজকের বিশ্ব বিস্ময়করভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। সমাজ, সভ্যতা আর বিশ্ব যখন প্রতিনিয়ত আমূল বদলে যাচ্ছে, তখন পরিবর্তিত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় সম্পৃক্ত হতে হবে।' আজ বৃহস্পতিবার সকালে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে ৪৫তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ, অষ্টম বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও অষ্টম বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতা-২০২৪ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। রুমানা আলী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের হাতের মুঠোয় পৌঁছে গেছে। ফলে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়েছে। দুর্নীতি দূর হয়েছে, হয়রানির অবসান হয়েছে।' এসময় শিক্ষার্থীদের দেশের সঠিক ইতিহাস জানাতে ও বই পড়তে আগ্রহী হওয়ার আহ্বান জানান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

জাতিগত অস্তিত্ব ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার : রিজভী

সরকার নতুন শিক্ষা কারিকুলাম দিয়ে জাতিগত অস্তিত্ব ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এমন অভিযোগ করে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, 'পরিকল্পিতভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। নতুন শিক্ষানীতিতে দেশ বিরোধী কারিকুলাম এনে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে দিচ্ছে সরকার। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে জনগণকে তাবেদার করতে শিক্ষা ব্যবস্থা সাজাচ্ছে।' আজ বৃহস্পতিবার নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, 'সৃজনশীলতার ব্যর্থতার পর এখন বিজ্ঞান

শিক্ষাকে সংকুচিত করেছে সরকার। বৈশ্বিক মানদণ্ডে নতুন কারিকুলাম জাতির জন্য ক্ষতিকর হবে। শিশু-কিশোরদের অতিরিক্ত ডিভাইস নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা করায় অপরাধমূলক কার্যক্রম বেড়ে যাবে।' অতিরিক্ত অনলাইন নির্ভর শিশু-কিশোরদের কারিকুলাম অভিভাবকরা গ্রহণ করতে পারছে না দাবি করে রিজভী বলেন, 'দেশের অধিকাংশ শিশু অনলাইন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে।' সরকার এখন অভিনন্দন ভিক্ষা করছে এমন মন্তব্য করে রিজভী আরো বলেন, 'দেশে যে ডামি সরকার গঠন করা হয়েছে তা দেশের জন্য লজ্জার।'
(জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

সীমান্তে হত্যায় নতজানু পররাষ্ট্রনীতি দায়ী : ডা. ইরান

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিজিবি সদস্য হত্যাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা উল্লেখ করায় তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান বলেন, 'সীমান্তে নির্বিচারে বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যা বন্ধে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা রহস্যজনক। ভারত তোষণ ও নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কারণে সরকার প্রতিবাদ করতেও পারছে না। বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায় বিচার করতে পারলে বিজিবি সদস্যকে প্রাণ দিতে হতো না।' আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বিজিবি সদস্য হত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশ লেবার পার্টি আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, 'সরকার ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব করে বিজিবি হত্যার প্রতিবাদ করতে ব্যর্থ হয়ে বরং একজন প্রতিমন্ত্রীকে ভারতীয় দূতাবাসে পাঠিয়ে কূটনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন ও নতজানু পররাষ্ট্রনীতির দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করেছে। ফেলানীকে হত্যা করে বিএসএফ কাঁটাতারে ঝুলিয়ে রেখে যে নির্মম বর্বরতা ভারত স্থাপন করেছে তা বিশ্বে নজিরবিহীন সীমান্ত আগ্রাসনের চরম দৃষ্টান্ত।' (জাগো এফএম : ১৭০০ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে চীনের সহযোগিতা চাইলেন স্পিকার

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনে চীনের সহযোগিতা চেয়েছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। আজ বৃহস্পতিবার নিজ কার্যালয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক কমিটির ভাইস মিনিস্টার সান হাইয়ানের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ সহযোগিতা চান তিনি। সাক্ষাৎকালে তারা দ্বিপাক্ষিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য, রোহিঙ্গা ইস্যু, বঙ্গবন্ধুর চীন ভ্রমণ, সংসদীয় কার্যক্রমসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, 'চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। উভয় দেশের জাতীয় সংসদের সংসদীয় রীতি-নীতির বিনিময় এবং সংসদীয় মৈত্রী গ্রুপের মাধ্যমে এ সম্পর্ক আরো দৃঢ় করা যেতে পারে।' স্পিকার বলেন, 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫২ এবং ১৯৫৭ সালে চীন ভ্রমণ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর লিখিত 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থ পড়ে চীন সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।' তিনি বলেন, 'রোহিঙ্গারা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে বসবাস করছেন।' তিনি এসময় রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনে চীনের সহযোগিতা কামনা করেন। পরবর্তীতে স্পিকার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চীনের পর্যবেক্ষক পাঠানো এবং নির্বাচনে জয়ী আওয়ামী লীগ সরকারকে অভিনন্দন জানানোর জন্য চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে ধন্যবাদ জানান।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরো জোরদার করতে চায় ফ্রান্স এবং জার্মানি : পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরো জোরদার করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে ফ্রান্স এবং জার্মানি। আজ বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত মেরি ম্যাসদুপুই এবং জার্মানির রাষ্ট্রদূত আখিম ট্রোস্টার এ আগ্রহের কথা জানান। দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রথমে ফ্রান্স ও পরে জার্মানির রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে আবারো নির্বাচিত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ও জার্মান চ্যান্সেলরের অভিনন্দন বার্তা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন দুই রাষ্ট্রদূত। বৈঠক শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, 'ফ্রান্স ও জার্মানি বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার। স্বাধীনতার পরপরই যে দেশগুলো আমাদের স্বীকৃতি দিয়েছিল, এ দুটি দেশ তার মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি বাজার জার্মানি। ফ্রান্সও আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষত তৈরি পোশাক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উপরের সারিতে রয়েছে। সম্পর্ক গভীর করতে আমাদের বিজনেস বাস্কেট বিস্তৃত করা নিয়ে আলোচনা করেছি।' ড. হাছান মাহমুদ জানান, 'ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এয়ারবাস কেনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সফরে এটি আলোচনা হয়েছিল। আমাদের ইকোনমি যখন পারমিট করবে তখন আমরা পারবো।' জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের যুদ্ধশিশুদের নিয়েছিল জার্মানি। ফ্রান্সও কিছু নিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার কারণেই ঐ শিশুদের জন্ম হয়েছিল। জার্মানি তখন অনাথ শিশুদের ব্যাপক হারে নিয়েছিল। আমাদের অনেক মুক্তিযোদ্ধাও পঙ্গু হয়েছিলেন। তাদের বেশিরভাগকেই চিকিৎসা দিয়েছিল জার্মানি। এজন্য তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছি।'
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

এলজিইডি সম্পাদিত বিভিন্ন প্রকল্পের গুণগত মান এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে : স্থানীয় সরকারমন্ত্রী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর দেশের গ্রামীণ রাস্তা-ঘাটসহ বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে বলে উল্লেখ করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'এলজিইডি সম্পাদিত বিভিন্ন প্রকল্পের গুণগত মান এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শহরের বিভিন্ন সুবিধা এখন সহজেই গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের অবদান তাই অনস্বীকার্য।' আজ বৃহস্পতিবার এক মত বিনিময় সভায় এসব কথা বলেন মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মুহম্মদ ইব্রাহিম এবং সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আলি আখতার হোসেন। মন্ত্রী বলেন, 'যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে আজকাল গ্রামে বসেই ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে ডিজিটাল প্লাটফর্মে যুবসমাজের আয় ইনকামের অনেক সুযোগ তৈরি হয়েছে। এতে মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা যেমন কমেছে সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে।' স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতরের বিভিন্ন কাজের গুণগতমান বজায় রাখতে দেশের অর্ধেক উপজেলা পর্যায়ে ল্যাবরেটরি করা হয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'বাকি উপজেলাগুলোতে ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হবে। যাতে বিভিন্ন কাজের মান ঠিক থাকে।' (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

ভোলায় আরো ৯টি গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন হবে : জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী

ভোলার বোরহানউদ্দিনে আরো ৯টি গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন করা হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। আজ বৃহস্পতিবার গ্যাসক্ষেত্রটি পরিদর্শন শেষে একথা বলেন তিনি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'ভোলাদ্বীপ একটি গ্যাস সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানে আরো ৯টি অনুসন্ধান কূপ খননের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভোলার নদী এলাকায় দ্বিমাত্রিক ভূ-কম্পন জরিপ করা হবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভোলায় শিল্প গ্যাস সংযোগ দেওয়া হবে। যাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।' পাইপলাইনের মাধ্যমে আগামী তিন বছরের মধ্যে ভোলার গ্যাস মূল ভূখণ্ডে নেওয়া হবে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

রোজায় পণ্যের দাম সহনীয় রাখতে কাজ করছে এনবিআর

আসন্ন রোজায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে আমদানি শুল্ক কমানোর ব্যাপারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এনবিআর কাজ করছে বলে জানিয়েছেন বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে আগারগাঁওয়ের রাজস্ব ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি। আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, 'রমজান সামনে রেখে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমাতে আমদানি শুল্ক কমানোর প্রস্তাব আমরা পেয়েছি। সেটা নিয়ে কাজ করছি।' এসময় চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজকে ঢেলে সাজানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'একটা সিস্টেম ডেভেলপ করা আছে। সেই অনুযায়ী আমরা কাজ করছি। কাস্টম হাউজের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছি।' তিনি বলেন, এবার কাস্টমস দিবসের প্রতিপাদ্য 'মিলে নবীন পুরানো অংশীজন, কাস্টমস করবে লক্ষ্য অর্জন'। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

বঙ্গবন্ধু ম্যারাথনে অংশ নেবেন দেশি-বিদেশি প্রায় ৬ হাজার দৌড়বিদ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে শুক্রবার, ২৬ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঢাকা ম্যারাথন ২০২৪ অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান শেখ হাসিনা সরণি সংলগ্ন বিএনএস শেখ মুজিব বেইসে অনুষ্ঠিত হবে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকায় হোটেল রেডিসনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বঙ্গবন্ধু ম্যারাথনের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস. এম. শফিউদ্দিন আহমেদ। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন নৌ বাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ নাজমুল হাসান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশনের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা, বিভিন্ন স্পন্সর, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব এবং ম্যারাথনে অংশগ্রহণকারী দৌড়বিদরা উপস্থিত থাকবেন। এ বছর অনুষ্ঠিত ম্যারাথনে প্রায় ৫৯ জন বিদেশি পুরুষ ও নারী দৌড়বিদ ফুল ম্যারাথন ক্যাটাগরিতে অংশগ্রহণ করবেন। পাশাপাশি প্রায় পাঁচ হাজার ৮০৬ জন বাংলাদেশি দৌড়বিদ ফুল ও হাফ উভয় ম্যারাথন ক্যাটাগরিতে অংশ নিতে রেজিস্ট্রেশন করেছেন। ম্যারাথনে অংশগ্রহণকারী বিদেশি দৌড়বিদদের মধ্য থেকে ফলাফল ভিত্তিক স্থান অর্জনকারী প্রথম পাঁচজন করে বিদেশি এলিট পুরুষ ও নারী এবং পাঁচজন করে সাফ পুরুষ ও নারী ফুল ম্যারাথনারকে আকর্ষণীয় সম্মাননা প্রদান করা হবে। একইভাবে প্রথম ১৫ জন পুরুষ ও নারী বাংলাদেশি ফুল ম্যারাথনার এবং ১০ জন পুরুষ ও নারী বাংলাদেশি হাফ ম্যারাথনারকে আর্থিক সম্মাননা দেওয়া হবে।
(জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

আরো ৪০ জনের করোনা শনাক্ত, ৩৯ জনই ঢাকায়

দেশে ক্রমেই বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৪০ জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এরমধ্যে ৩৯ জনই রাজধানী ঢাকায় বসবাস করেন। তবে এ সময়ে দেশে করোনায় কারো মৃত্যুর তথ্য জানা যায়নি। আর মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত দেশে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৯ হাজার ৪৮১ জনে। আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ৪৬ হাজার ৯০১ জনে। আজ বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো করোনা বিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৮৮৫টি পরীক্ষাগারে ৪৩২ টি নমুনা পরীক্ষায় ৪০ জনের করোনা শনাক্ত হয়। তাদের মধ্যে ৩৯ জন ঢাকার এবং ১ জন চট্টগ্রামের রোগী রয়েছে। পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার ৯ দশমিক ২৬ শতাংশ। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের হার ১৩ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্তদের মধ্যে থেকে সেরে উঠেছেন ৪৪ জন। এ নিয়ে মোট সুস্থ রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ১৪ হাজার ২৬৪ জনে। সুস্থতার হার ৯৮ দশমিক ৪১ শতাংশ। (জাগো এফএম : ১৯০০ ঘ. ২৫.০১.২০২৪ প্রতীক)

BBC

DOWNED RUSSIAN PLANE LEAVES UNANSWERED QUESTIONS

There are shooting wars and there are information wars and countries that are fighting do battle on both fronts. For the rest of us, it can make establishing facts very difficult. But whilst that's true in this war as in any, it's important to remember that Russia specifically has a long history of brazen lies and disinformation. That was proven with the shooting down of MH17 and the Salisbury Novichok poisonings, to name just two major incidents in the past decade. Even the full-scale invasion of Ukraine was launched on a lie: the false claim that a "Nazi" regime was putting Russian speakers here at risk of "genocide".
(BBC Web Page: 25/01/24, FARUK)

ALABAMA INMATE FACES FIRST NITROGEN EXECUTION IN US

An Alabama death row inmate is expected to become the first person in the US to be executed with nitrogen gas, after losing last-minute appeals. The US Supreme Court and a lower appeals court declined to block what Kenneth Eugene Smith's lawyers called a cruel and unusual punishment. Opponents say using nitrogen could cause unnecessary suffering, and a leak could harm people present in the room. Smith, 58, was convicted in 1989 of murdering Elizabeth Sennett. Alabama has 30 hours to carry out the execution, which involves pumping nitrogen gas through a mask, from Thursday at 0600 GMT. (BBC Web Page: 25/01/24, FARUK)

UK TO LOAN BACK GHANA'S LOOTED CROWN JEWELS

The UK is sending some of Ghana's crown jewels back home, 150 years after looting them from the court of the Asante king. A gold peace pipe is among 32 items returning under long-term loan deals, the BBC can reveal. The Victoria and Albert Museum (V&A) is lending 17 pieces and 15 are from the British Museum. Ghana's chief negotiator said he hoped for a new sense of cultural co-operation after generations of anger. (BBC Web Page: 25/01/24, FARUK)

UN SAYS 12 KILLED AT GAZA SHELTER AS FIGHTING RAGES

At least 12 people were killed and 75 injured when a UN facility sheltering civilians was struck in Khan Younis in southern Gaza, the UN's Palestinian refugee agency says. UNRWA said two shells hit its Khan Younis Training Centre during fighting in the city's western outskirts. Its commissioner condemned the blatant disregard of basic rules of war. Israel's military said it had ruled out that the incident was the result of an air or artillery strike by its forces. (BBC Web Page: 25/01/24, FARUK)

STRICKEN JAPANESE MOON MISSION LANDED ON ITS NOSE

Japan's Moon lander ended up on its nose when it made its historic touchdown on the lunar surface. The first picture of the stricken Slim spacecraft shows it rotated 90 degrees from how it should have come to rest. This will go some way to explaining the difficulties it has had in generating the electricity needed to operate. The image

was captured by the small baseball-sized robot called Sora-Q that was ejected from Slim moments before touchdown last Saturday. (BBC Web Page: 25/01/24, FARUK)

STOP THE BOATS POLICY A 'FAKE RESPONSE ': UN OFFICIAL

A top UN official has voiced concerns over the UK government's "stop the boats" policy, which he says is a "fake response" to migration issues. Rishi Sunak's promise was one of his government's five priorities that the PM set out at the start of last year. But Filippo Grandi, the UN high commissioner for refugees, told the BBC migrants were "easy targets". The Home Office said the issue of illegal migration required "bold, innovative solutions". (BBC Web Page: 25/01/24, FARUK)

SAUDI ARABIA TO GET FIRST ALCOHOL SHOP IN 70 YEaRS

Saudi Arabia has said it will open a shop in Riyadh selling alcohol to a select band of non-Muslim expats, the first to open in more than 70 years. The clientele will be limited to diplomatic staff, who have for years imported booze in sealed official packages known as diplomatic pouches. Saudi officials said the shop would counter "the illicit trade of alcohol". Prohibition has been law since 1952, after one of King Abdulaziz's sons drunkenly shot dead a British diplomat. The new store will be located in Riyadh's Diplomatic Quarter west of the city centre, according to a document seen by the AFP and Reuters news agencies.
(BBC Web Page: 25/01/24, FARUK)

SIX DEAD IN NORTHWEST CANADA PLANE CRASH

Six people have died after a plane carrying workers to a Rio Tinto diamond mine in Canada's Northwest Territories crashed, officials said. The small Jetstream aircraft was on its way to the company's Diavik mine and crashed shortly after take-off. One survivor was airlifted to a hospital in Yellowknife, the Northwest Territories coroner's office said. Rio Tinto said it is working closely with authorities as they investigate the crash. (BBC Web Page: 25/01/24, FARUK)

AMAZON'S RECORD DROUGHT DRIVEN BY CLIMATE CHANGE

One of our planet's most vital defences against global warming is itself being ravaged by climate change. It was the main driver of the Amazon rainforest's worst drought in at least half a century, according to a new study. Often described as the "lungs of the planet", the Amazon plays a key role in removing warming carbon dioxide from the atmosphere. But rapid deforestation has left it more vulnerable to weather extremes. While droughts in the Amazon are not uncommon, last year's event was exceptional, the researchers say.
(BBC Web Page: 25/01/24, FARUK)

BURKINA FASO ARMY STRIKES KILLED DOZENS OF CIVILIANS: HRW

International Watchdog Human Rights Watch (HRW) on Thursday accused the Burkina Faso army of killing at least 60 civilians in drone strikes which the government said targeted armed groups. The deaths occurred in three military drone strikes since August, two at crowded markets and another at a funeral, the rights group said in a new report. HRW said it interviewed dozens of witnesses between September and November 2023 and analyzed photographs, videos and satellite images. (BBC Web Page: 25/01/24, FARUK)

:: The End ::